আন্তর্জাতিক সীরাতুন্নবী সা. প্রতিযোগিতায় ১১৮২ পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম পুরুস্কার প্রাপ্ত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী

আর-রাহীকুল মাখতূম

[মূল-আরবী ও উর্দূ ভাষায়]

মূল
আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী রহ.

বাংলা ভাষায় অনুবাদ সম্পাদনা
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ
এম. এম, বি. এ (অনার্স, ফাস্ট-ক্লাশ)
এম. এ (ফাস্ট-ক্লাশ), বিসিএস (শিক্ষা)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজ, ঢাকা।

ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক
বি.টিএইচ.আই.এস (অনার্স), এম.টি এইচ.আই.এস (আই ইউ)
এম.এ (আর.ইউ), এম.এম. (ঢাকা)
সহকারী অধ্যাপক, মওলানা ভাসানী কলেজ, সিরাজগঞ্জ

দারুস সালাম বাংলাদেশ
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা ১
লেখকের কথা ১
নতুন সংস্করণের জন্যে রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা ৬
রাবেতায়ে আলমে ইসলামী মক্কা মুকাররমার সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল অভিমত প্রকাশ করেছেন ... ৮
লেখকের পরিচয় ১১
নতুন সংস্করণ প্রকাশে লেখকের ভূমিকা ১৪
বাংলা ভাষায় বইটির অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্পর্কে ... ১৫
মুনাজাত ১৭
আঁধারে ঘেরা এ পৃথিবী ১৯
সোবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় আরবের ভৌগোলিক পরিচয় এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থান ২১
চিত্র : আরবের মরুভূমি ২২
আরব জাতিসমূহ ২২
চিত্র : পৃথিবীর মানচিত্রে আরব ২৩
চিত্র : মানচিত্রে ইবরাহীম আ.-এর দাওয়াতের স্থান ... ২৭
চিত্র : প্রাচীন কা'বার নিদর্শন ২৮

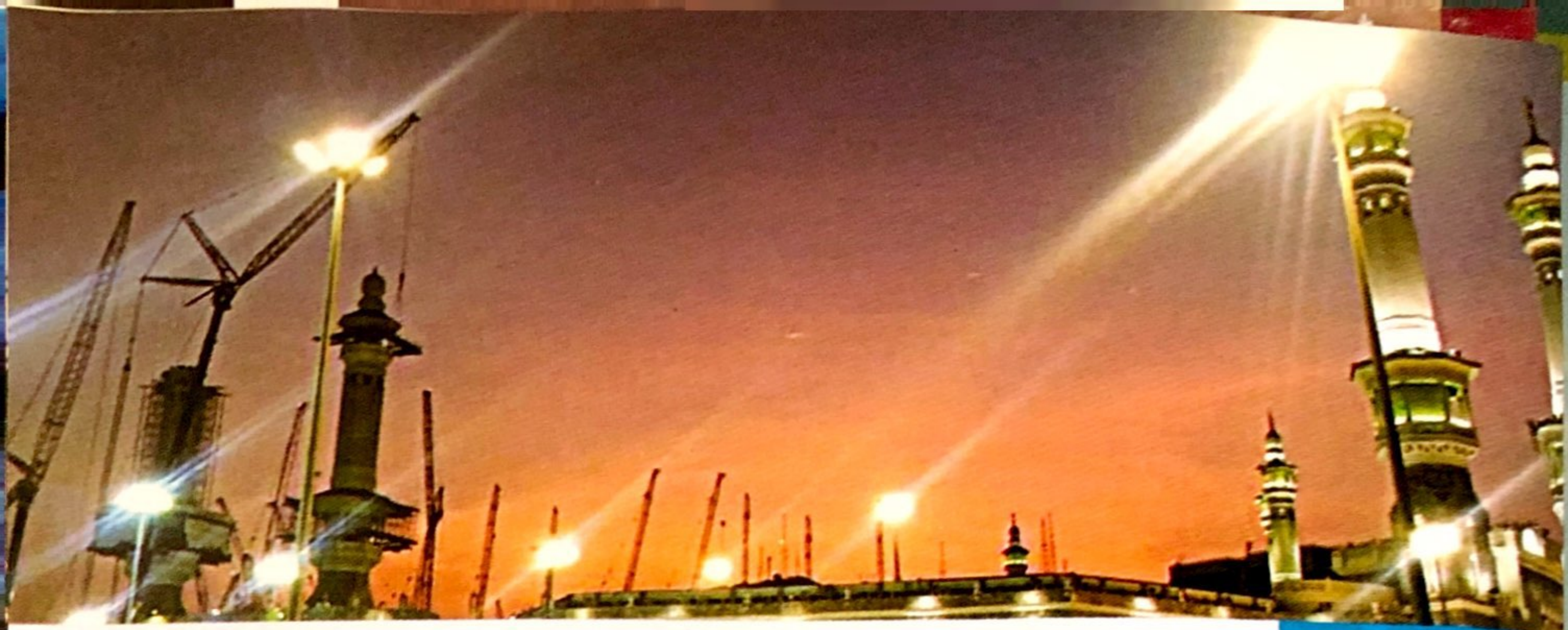

চিত্র : ১৯৪১ সালে কা'বায় বন্যায় প্লাবিত দৃশ্য ... ২৮
চিত্র : উঁচু টিলার মত কা'বার চিহ্ন ২৯
চিত্র : যমযমের পানির ফোয়ারা ২৯
চিত্র : ইবরাহীম আ.-এর নির্মিত কা'বা ঘর ৩১
চিত্র : মাকামে ইবরাহীম ৩২
আরবের প্রশাসনিক অবস্থা ৩৪
ইয়েমেনের বাদশাহী ৩৫
হীরার বাদশাহী ৩৬
সিরিয়ার বাদশাহী ৩৮
হেজাযের নেতৃত্ব ৩৯
আরবের অন্যান্য অংশের প্রশাসনিক অবস্থা ৪৫
চিত্র : পৃথিবীর মানচিত্রে আরবের অবস্থান (মাঝখানে) ... ৪৫
রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৪৬
আরবদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় মতবাদ ৪৭
চিত্র : কোথায় কোন্ মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল ৪৮
চিত্র : মহানবী সা.-এর আমলের আরব ৪৯
দ্বীনে ইবরাহীমীতে কোরাইশদের বিবাদ ৫৪
চিত্র : আবরাহার অশ্ববাহিনীর আক্রমণের কল্পচিত্র ... ৫৭
সাধারণ ধর্মীয় অবস্থা ৫৮
জাহেলি সমাজের বিবরণ চিত্র ৫৯
সামাজিক অবস্থা ৯
অর্থনৈতিক অবস্থা ২
চিত্র : জাহেলিয়া যুগের আরবের বাজারের কল্পচিত্র ... ২
চারিত্রিক অবস্থা ... ...

কোন বংশে সেই সোনার মানুষ :

আল আমীন থেকে আর রাসূল ৬৫
নবী পরিবারের পরিচয় ৬৫
চিত্র : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশ ৬৬
চিত্র : বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশ পরিচয় ৬৭
যমযম কূপের খনন কাজ ৭০
হস্তী যুদ্ধের ঘটনা ৭০
চিত্র : আবরাহার বাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ আক্রমণ ... ৭১

আল্লাহর রাসূলের জন্ম ও পবিত্র জীবনের চল্লিশ বছর

তাঁর জন্ম মোবারক ৭৫
বনি সাদ গোত্রের অবস্থান ৭৫
চিত্র : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধ মা হালিমা বনু সা'দ গোত্র ... ৭৬
চিত্র : হালিমা সাদিয়ার বনু সা'দ অবস্থান ও চারণভূমির নমুনা চিত্র ৭৬
সিনা চাকের ঘটনা ৭৮
মায়ের স্নেহে ও দাদার আদরে ৭৯
চিত্র : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা ও মাতার ওফাতের স্থান ... ৭৯
চাচার স্নেহ ছায়ায় ৮০
চিত্র : এ যুগের মক্কা মুকাররমা ৮১
আল্লাহর রহমতের সন্ধানে ৮২
পাদ্রী বুহাইরা ৮২
চিত্র : যে পথে বালক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া গমন করে ৮৩
ফুজ্জারের যুদ্ধ ৮৪
হিলফুল ফুযুল ৮৪

সীরাত অ্যালবাম

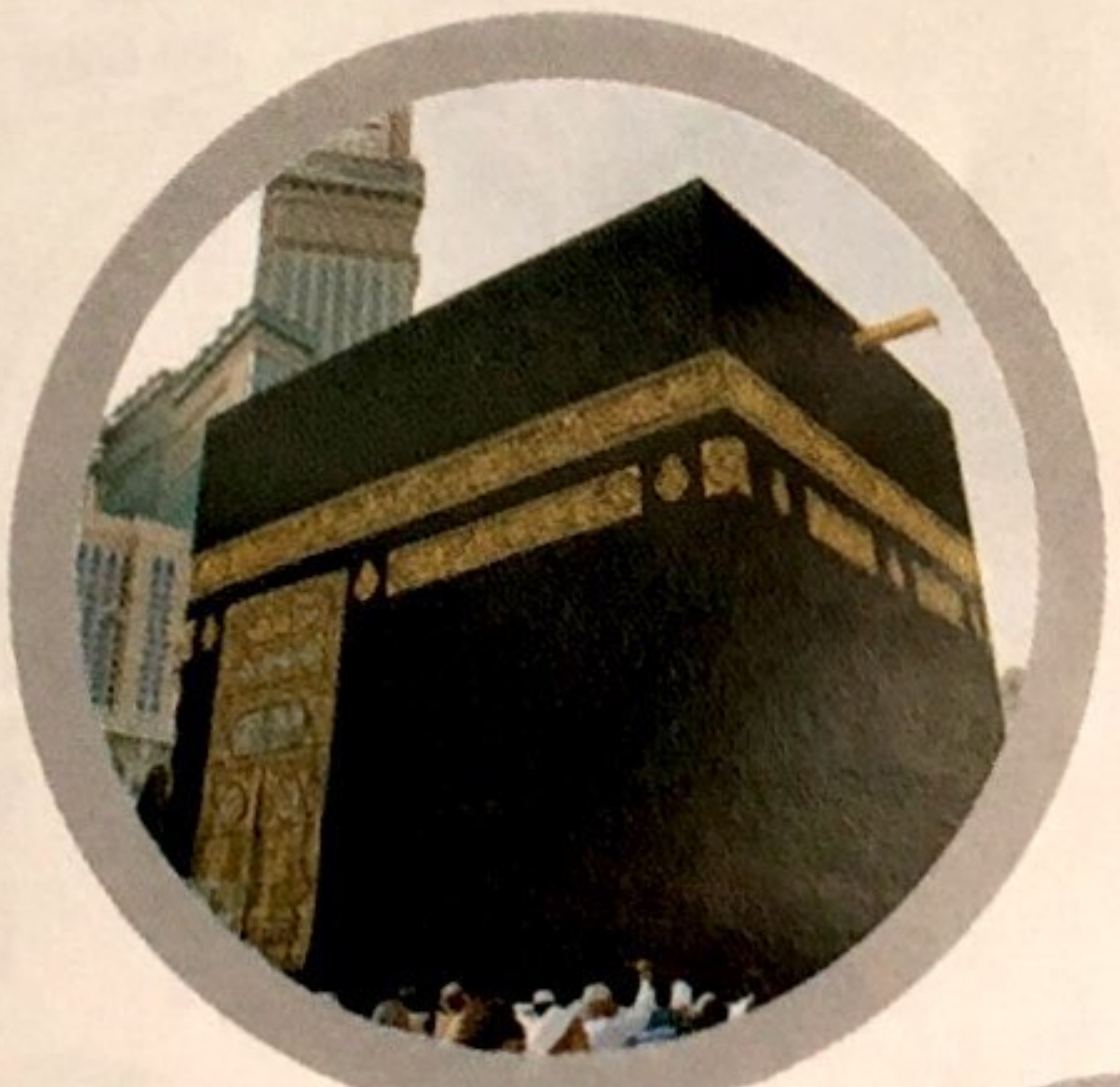

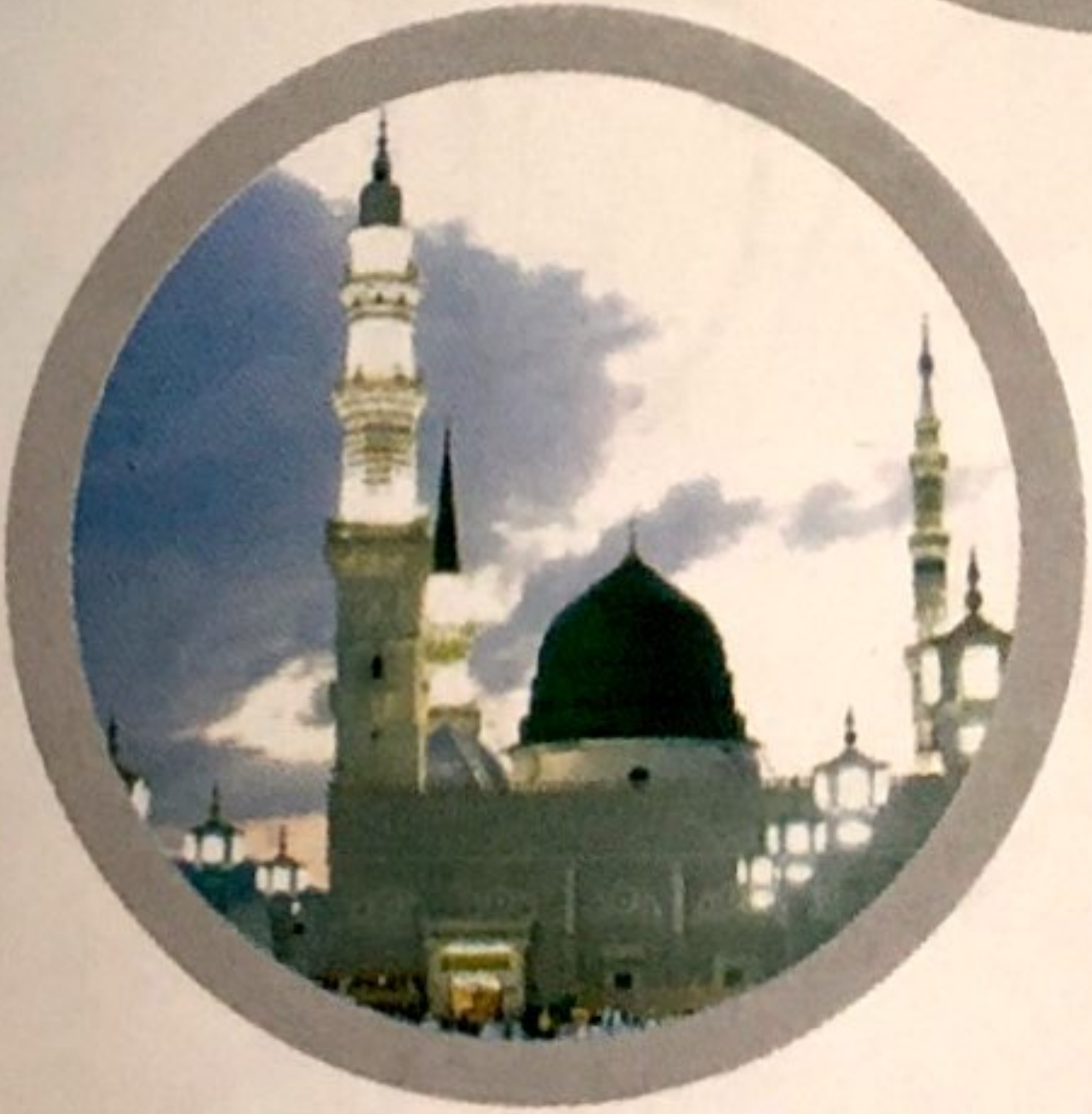

মুলতাযীম : পবিত্র কা'বার স্বর্ণের দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী জায়গা দোয়া কবুলের স্থান। দোয়া কবুলের প্রত্যাশায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ভিড় জমান এখানে

হাজারে আসওয়াদ : জান্নাত থেকে সংগৃহীত এ পাথর আদম আ. কা'বার পূর্ব-উত্তর কোণে স্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, হাজারে আসওয়াদের কোণ থেকেই তাওয়াফ আরম্ভ ও শেষ করতে হয়। প্রতি চক্কর শেষে এতে চুম্বন করা সুন্নাত। ভিড়ের কারণে সরাসরি চুম্বন করা সম্ভব না হলে এর বরাবর দূর থেকে হাতের ইশারায় চুম্বন করলেই তা আদায় হবে।

প্রকৃতপক্ষে হাজারে আসওয়াদ দুধের মত সাদা ছিল। কিন্তু আদম সন্তানদের পাপের স্পর্শে কালো হয়ে গেছে।—বুখারী, আবু দাউদ

মাকামে ইবরাহীম : যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম আ. পবিত্র কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন।
মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে সেই পাথর দেয়ালের উচ্চতার সাথে সাথে বেড়ে যেত। এ পাথরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এটি প্রয়োজনানুযায়ী ছোট বড় হতো। যা বর্তমানের লিফটের মতো। কা'বাগৃহ নির্মাণ হওয়ার পর উক্ত পাথর কা'বার চত্বরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেয়া হয় এবং এটি মাকামে ইবরাহীম নামে পরিচিত।

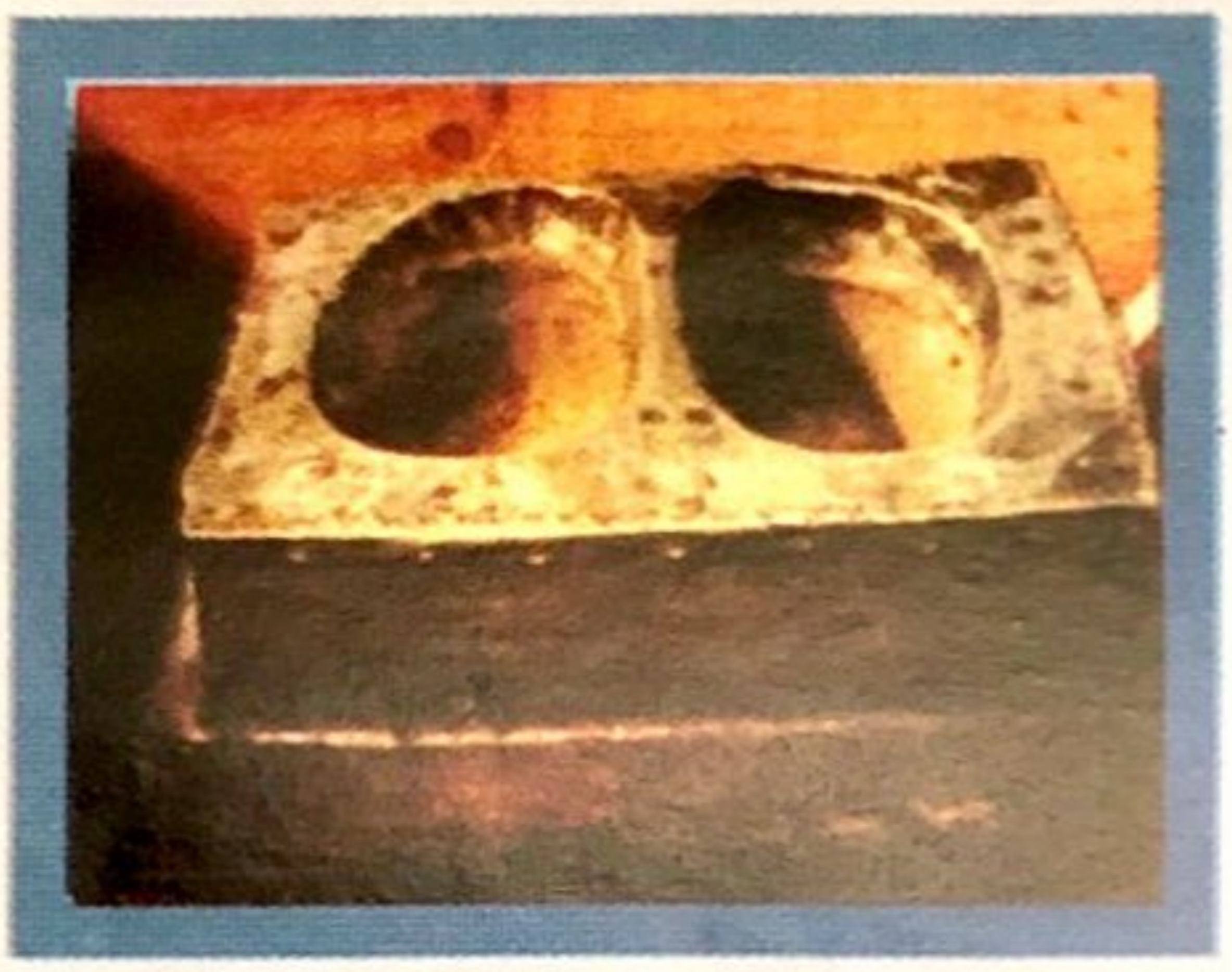

ইবরাহীম আ.-এর পদচিহ্ন।

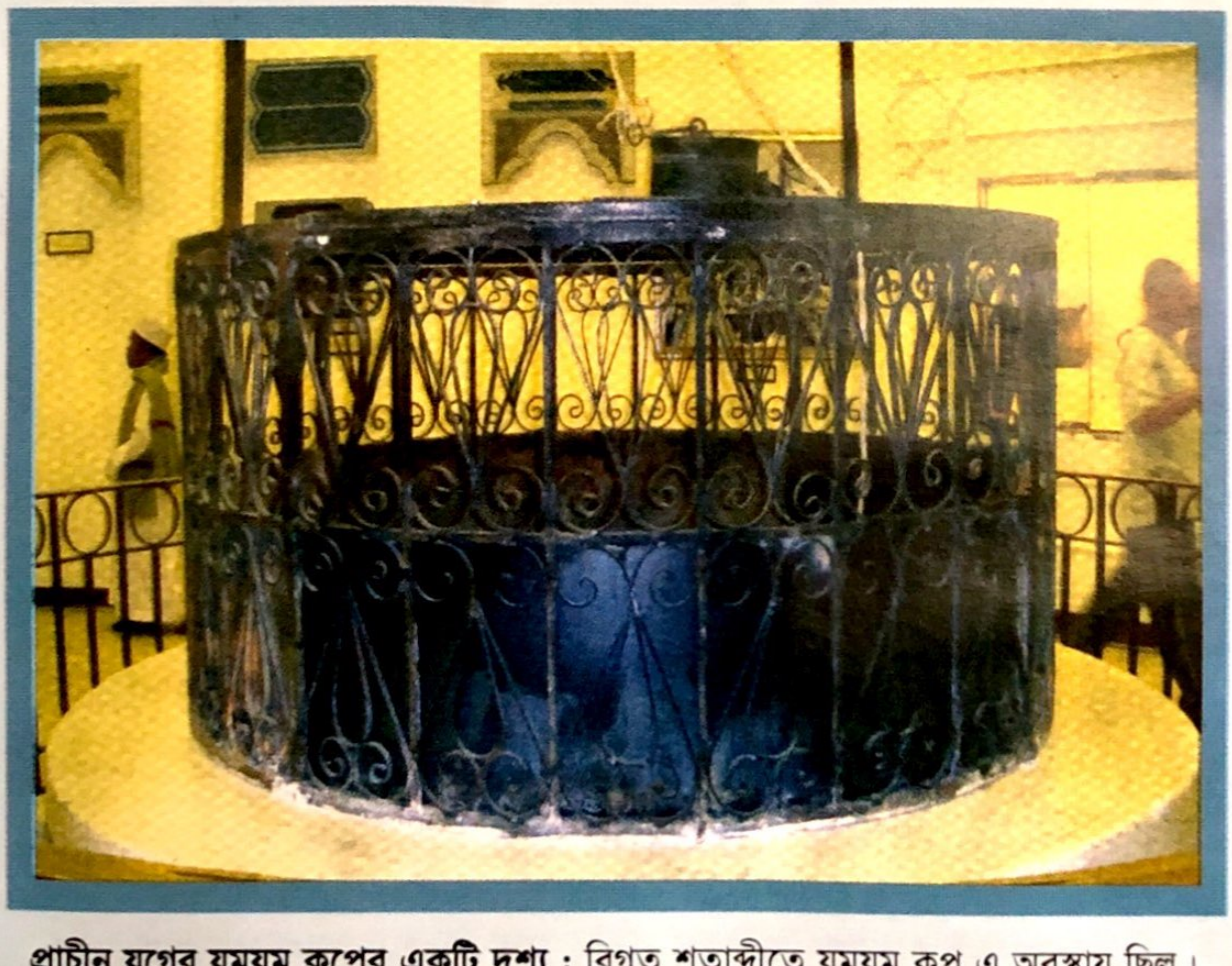

প্রাচীন যুগের যমযম কূপের একটি দৃশ্য : বিগত শতাব্দীতে যমযম কূপ এ অবস্থায় ছিল।

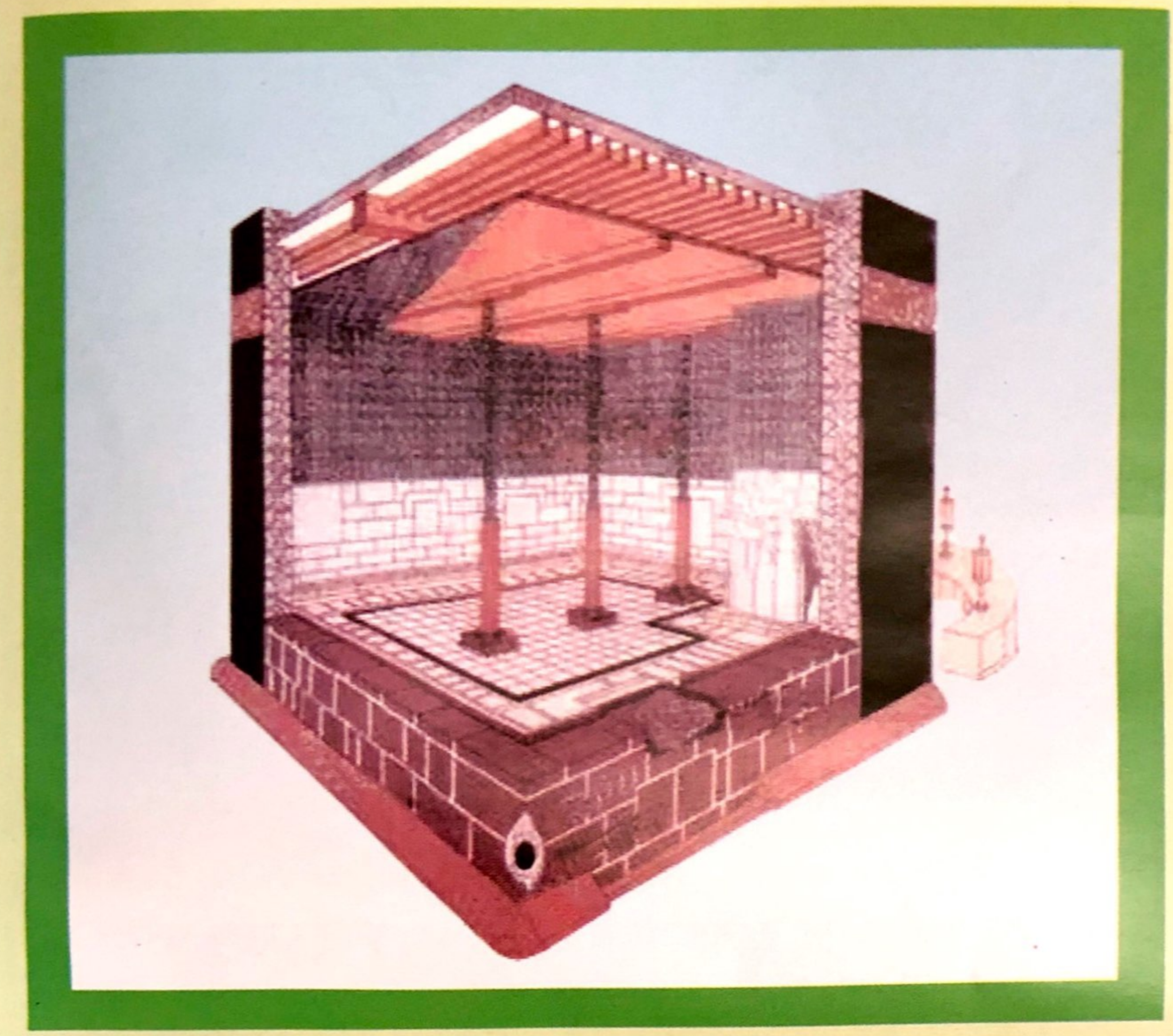

পবিত্র কা'বার ভেতরের শৈল্পিক ডিজাইন

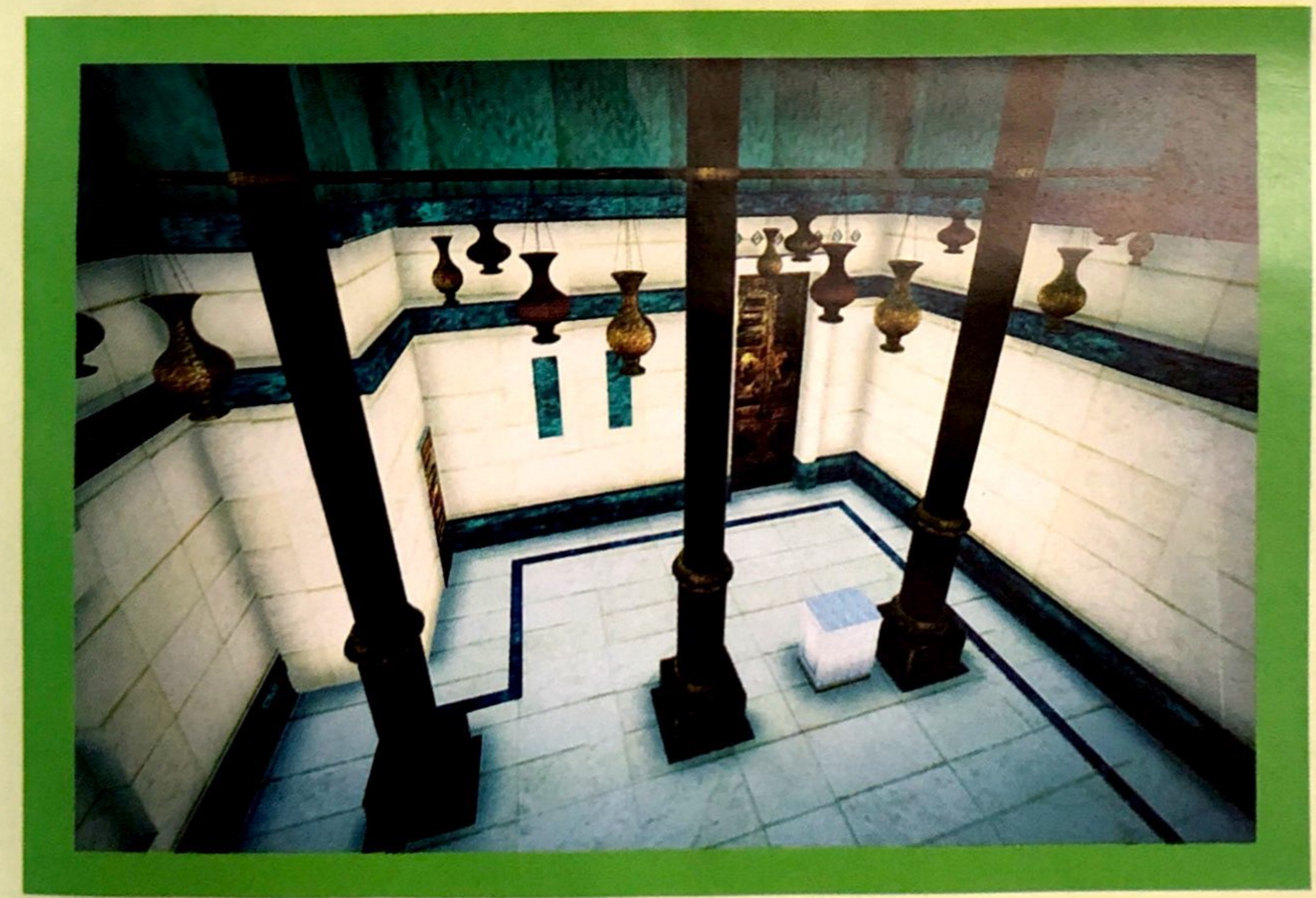

পবিত্র কা'বার ভেতরের অতুলনীয় একটি বিরল দৃশ্য। যা নজর কাড়ে সবার

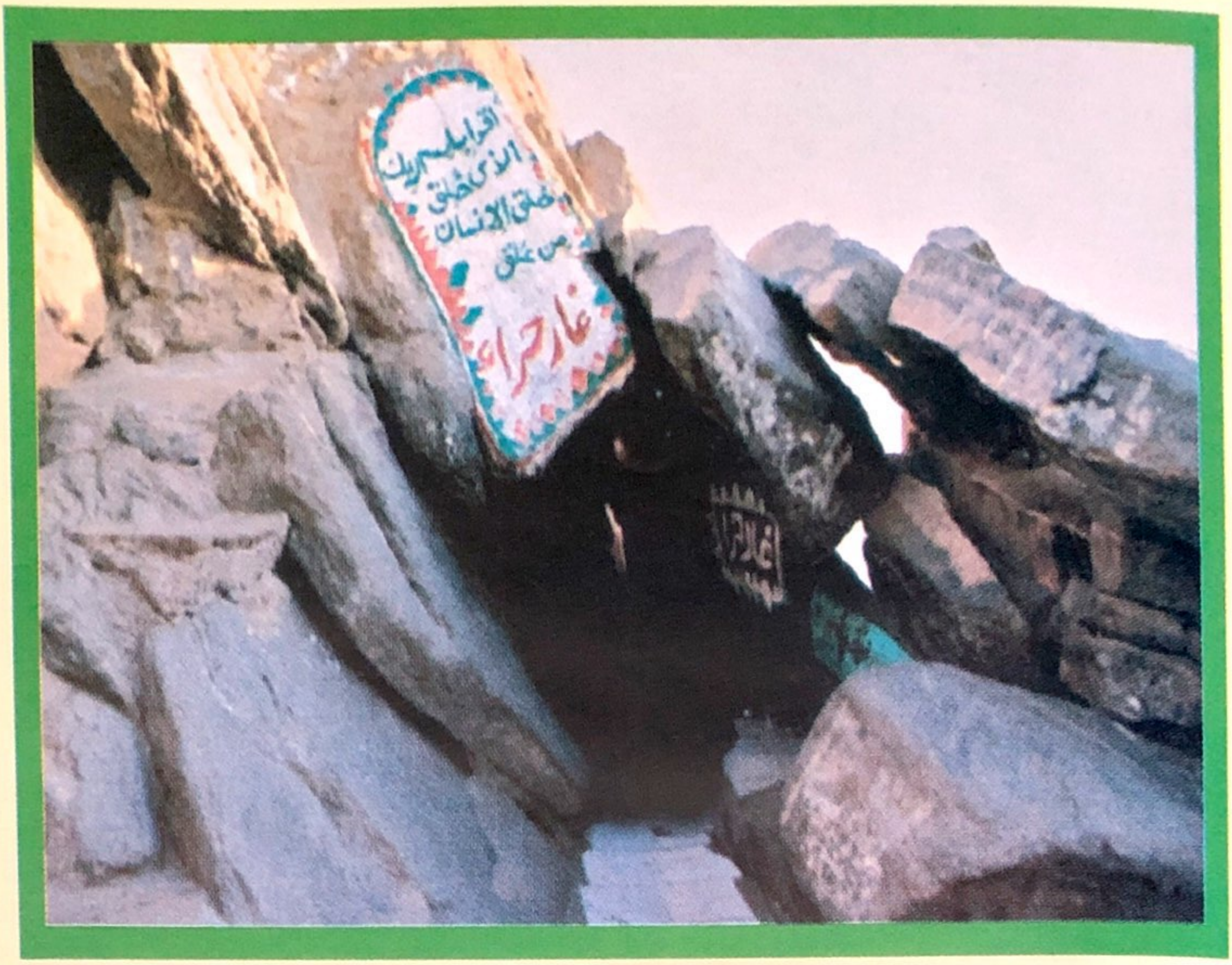
اقرأ باسم ربك
الذى خلق
خلق الإنسان
من علق
غار حراء
غار حراء

গারে হেরা : যে স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়

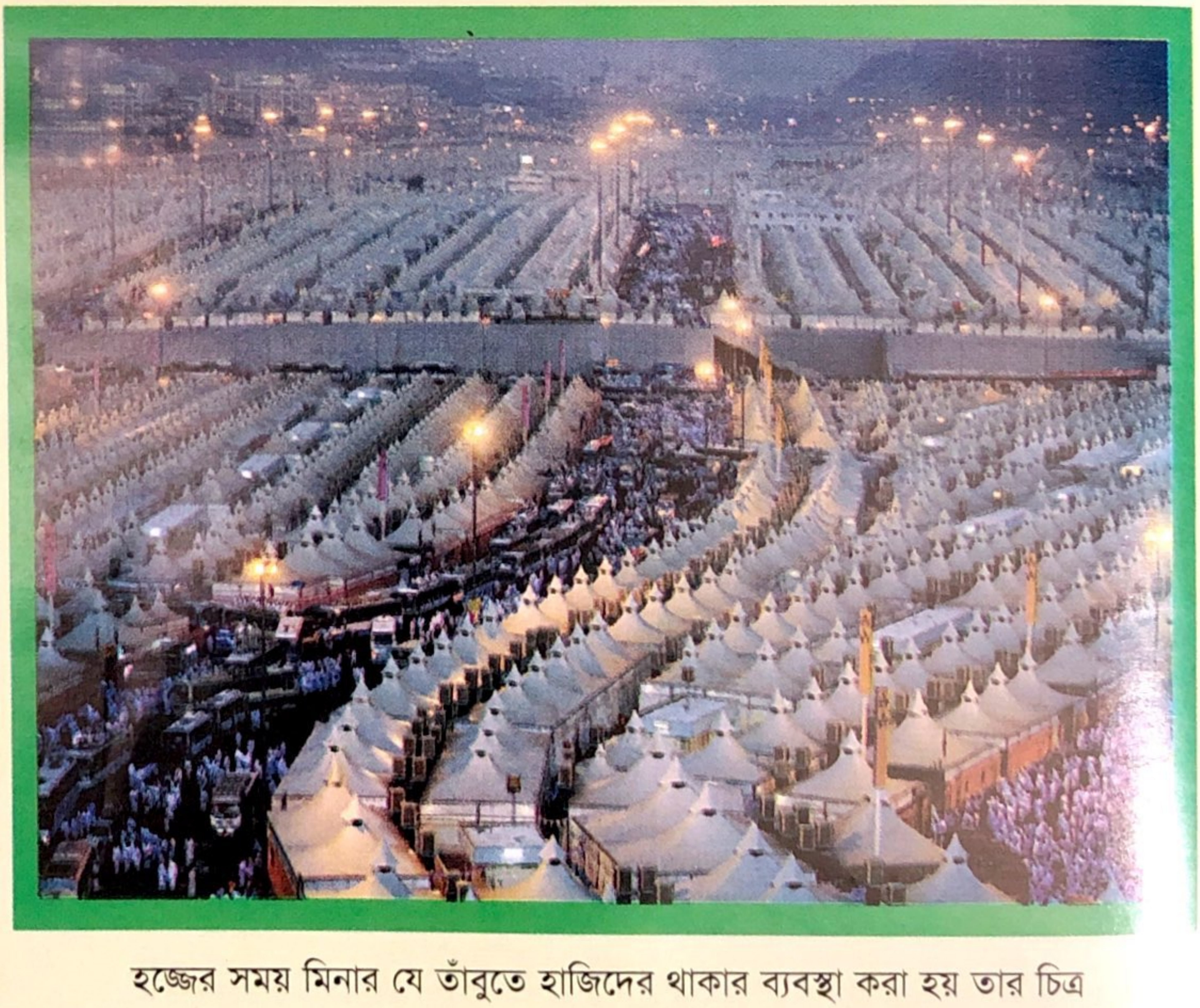

হজ্জের সময় মিনার যে তাঁবুতে হাজিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় তার চিত্র

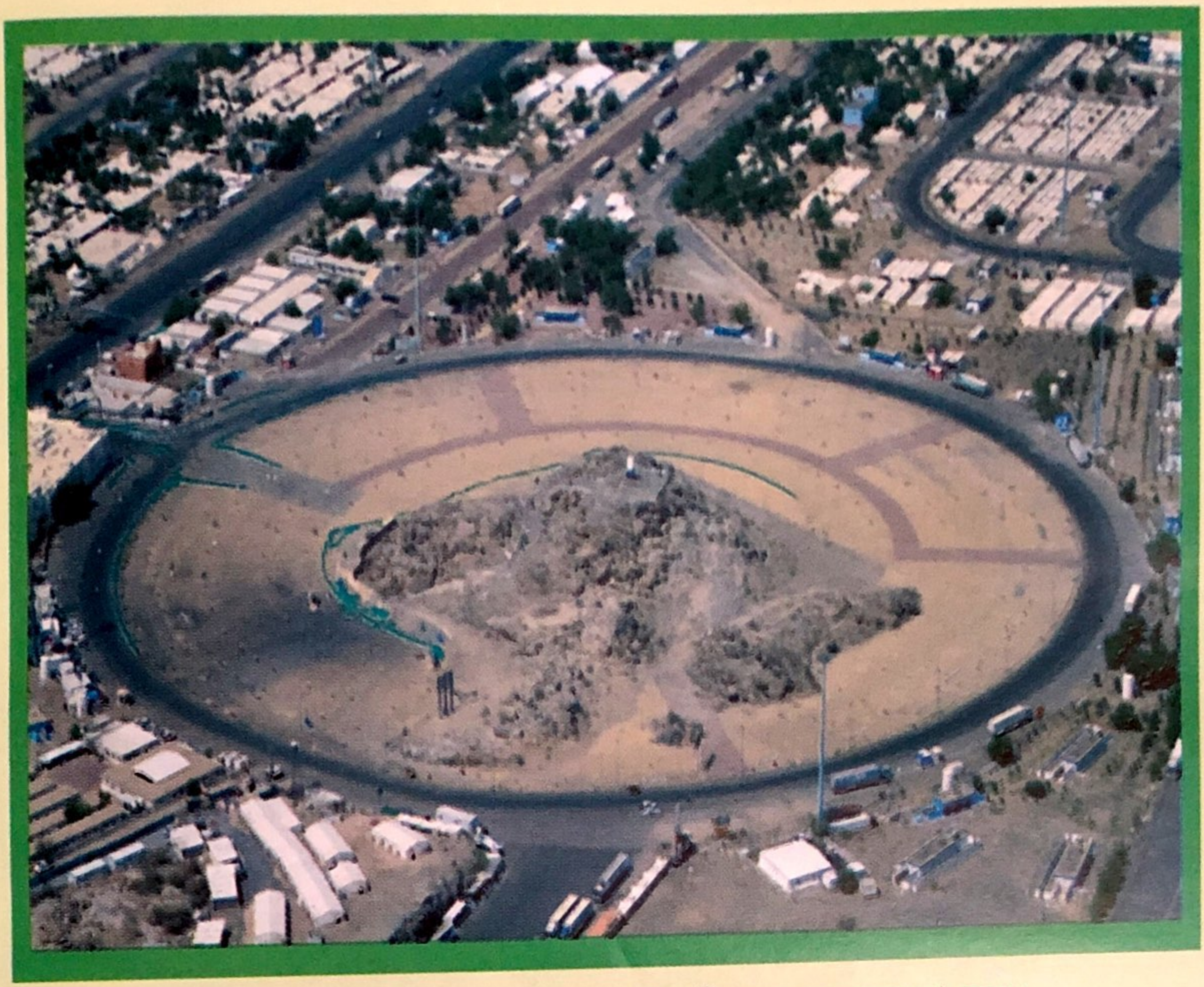

জাবালে রহমত এখান থেকে রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন।

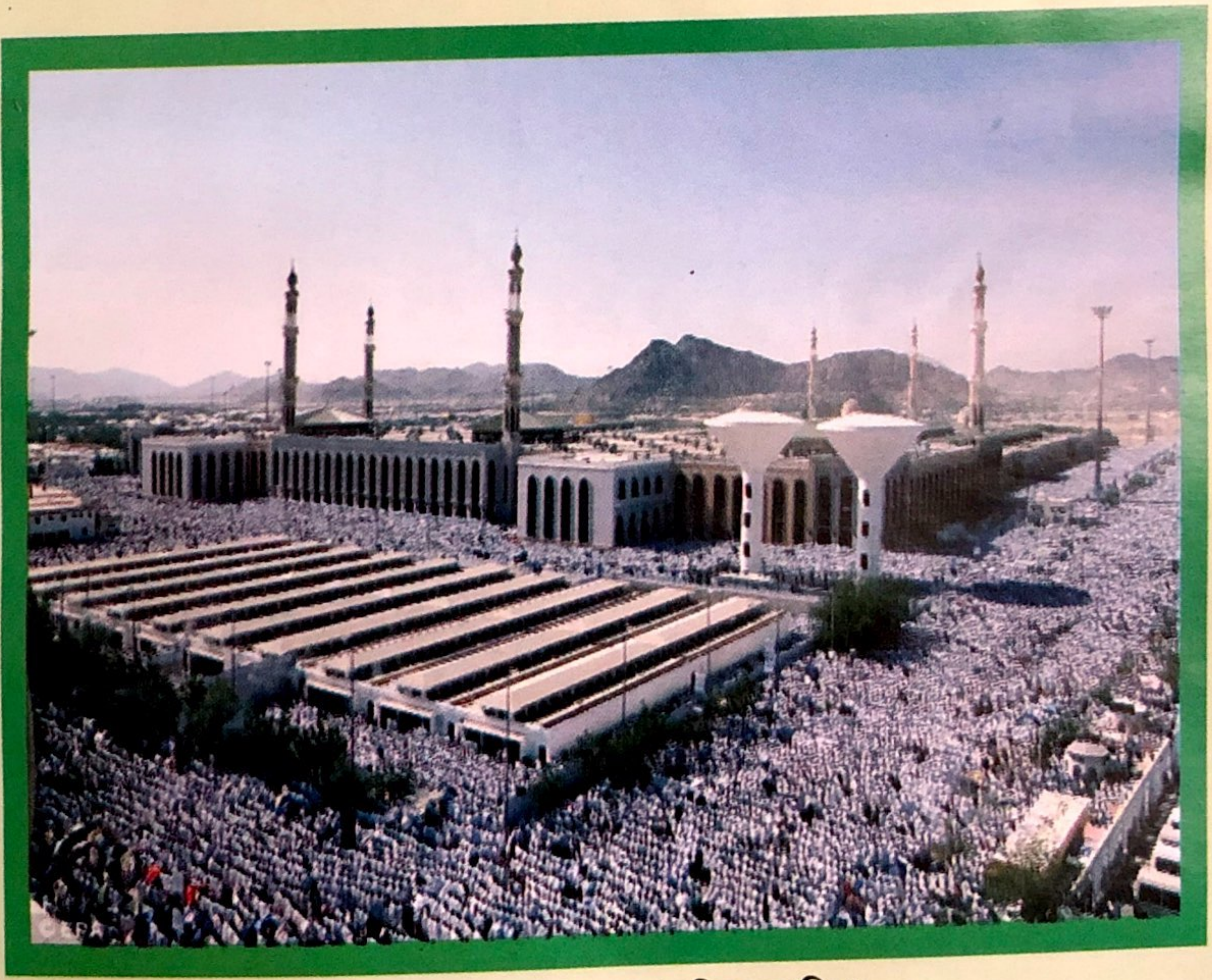

আরাফাতের ময়দানে মাসজিদে নামিরা

এখান থেকে ইমাম সাহেব খুতবা পাঠক করেব। হজ্জের সময়ে মাসজিদে নামিরার দৃশ্য।

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة
مسجد المشعر الحرام بمزدلفة

মাসজিদে মাশআরিল হারাম : মুজদালিফা, এখানে হাজীসাহেবগণ মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে রাত্রি যাপন করেন।

মাওয়া কবরস্থান : মক্কার ঐতিহাসিক কবরস্থান, এখানে সমাহিত আছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সহধর্মিণী খাদিজাতুল-কুবরা রাদিআল্লাহু আনহা-সহ আরো অনেকে।

সাওর গুহার ভেতরের দৃশ্য।
এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-সহ হিজরতের সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

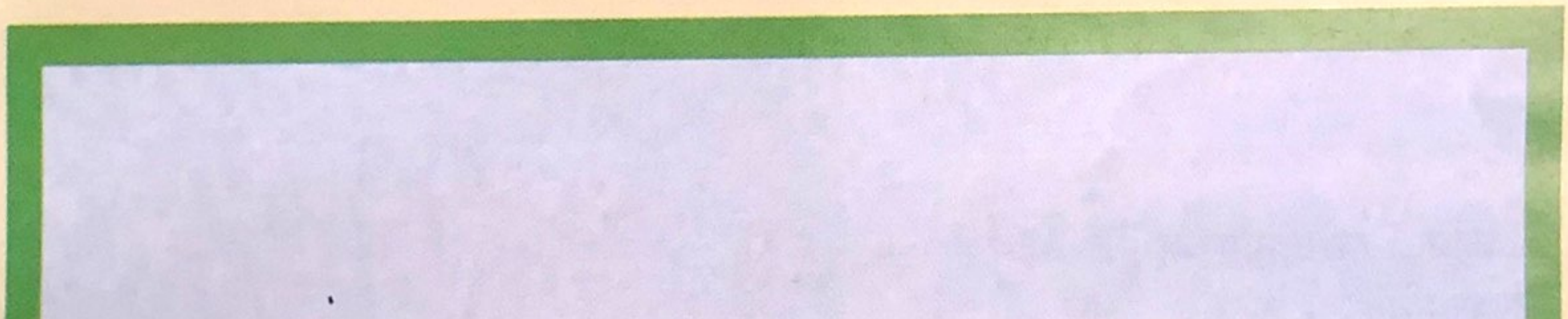

মাসজিদে কাবাশ : যেখানে ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরবানী দেয়ার জন্য নেয়া হয়েছিল।

বাইতুল মাকদাস/মাসজিদুল আকসা : এখান থেকে মহানবী ﷺ মেরাজের রাত্রে দুনিয়া থেকে বোরাকযোগে উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ শুরু করেছিলেন

কুব্বাতুস্ সাখরা : যে স্থান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মেরাজের রাতে দুনিয়া থেকে বোরাক [illegible] উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ শুরু করেছিলেন।

মাসজিদুল আকসার পরিচিতি

অবস্থান : জেরুসালেম, ফিলিস্তিন।

স্থাপত্যবিষয়ক তথ্য : প্রাচীন ইসলামী স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত।

নির্মাণকাল : ২,০০০ বছর খ্রিস্টপূর্বে আল্লাহর নবী ইবরাহীম আ. নির্মাণ করেন এবং তাঁর ১,০০০ বছর পর ১,০০০ বছর খ্রিস্টপূর্বে সুলায়মান আ. কর্তৃক পুনঃ নির্মিত।

ধারণ-ক্ষমতা : মূল মসজিদে ৫,০০০ ও বাইরের চত্বরে ৪,০০,০০০।

আয়তন : দৈর্ঘ্য-২৭২ ফিট, প্রস্থ-১৮৪ ফিট।

গম্বুজ সংখ্যা : ১৪টি।

মিনার সংখ্যা : ৪টি।

মাসজিদে কুবা : বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকালে সর্বপ্রথম এ মাসজিদ নির্মাণ করেন এ মাসজিদে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করলে একটি মকবুল ওমরার সাওয়াব পাওয়া যায়–তাবারানি

মাসজিদে কিবলাতাইন : এখানে একই নামায দু' কিবলার [বাইতুল মাকদাস ও বাইতুল্লাহ] দিকে ফিরে পড়া হয়

মাসজিদে নববীর পরিচিতি

নাম : 'মাসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অবস্থান : মদিনা আল-মুনাওয়ারা, সৌদি আরব।

নির্মাণকাল : ১ম হিজরী মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দ।

প্রশাসন ও পরিচালনা : সৌদি আরব সরকার।

স্থাপত্যবিষয়ক তথ্য : সময়ের ধারাবাহিকতায় প্রায় সকল প্রকার ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর নির্মাণ এ মাসজিদে রয়েছে, যেমন–উসমানীয়, মামলুক, রিভাইভাল, বাইজানটাইন ও আরবীয়সহ সকল ঐতিহ্যবাহী ইসলামী স্থাপত্যকলার সমন্বয় ঘটেছে এ ঐতিহাসিক মসজিদে।

ধারণ-ক্ষমতা : সাধারণত ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ)। আর হজ মৌসুমে তা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষাধিক)।

মিনার সংখ্যা : ১০টি।

মিনারের উচ্চতা : ১০৫ মিটার বা ৩৪৪ ফিট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে ইবাদতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বৈধ নয়। ১. মাসজিদুল হারাম, ২. মাসজিদুল আকসা ও ৩. আমার এ মাসজিদ।–বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী

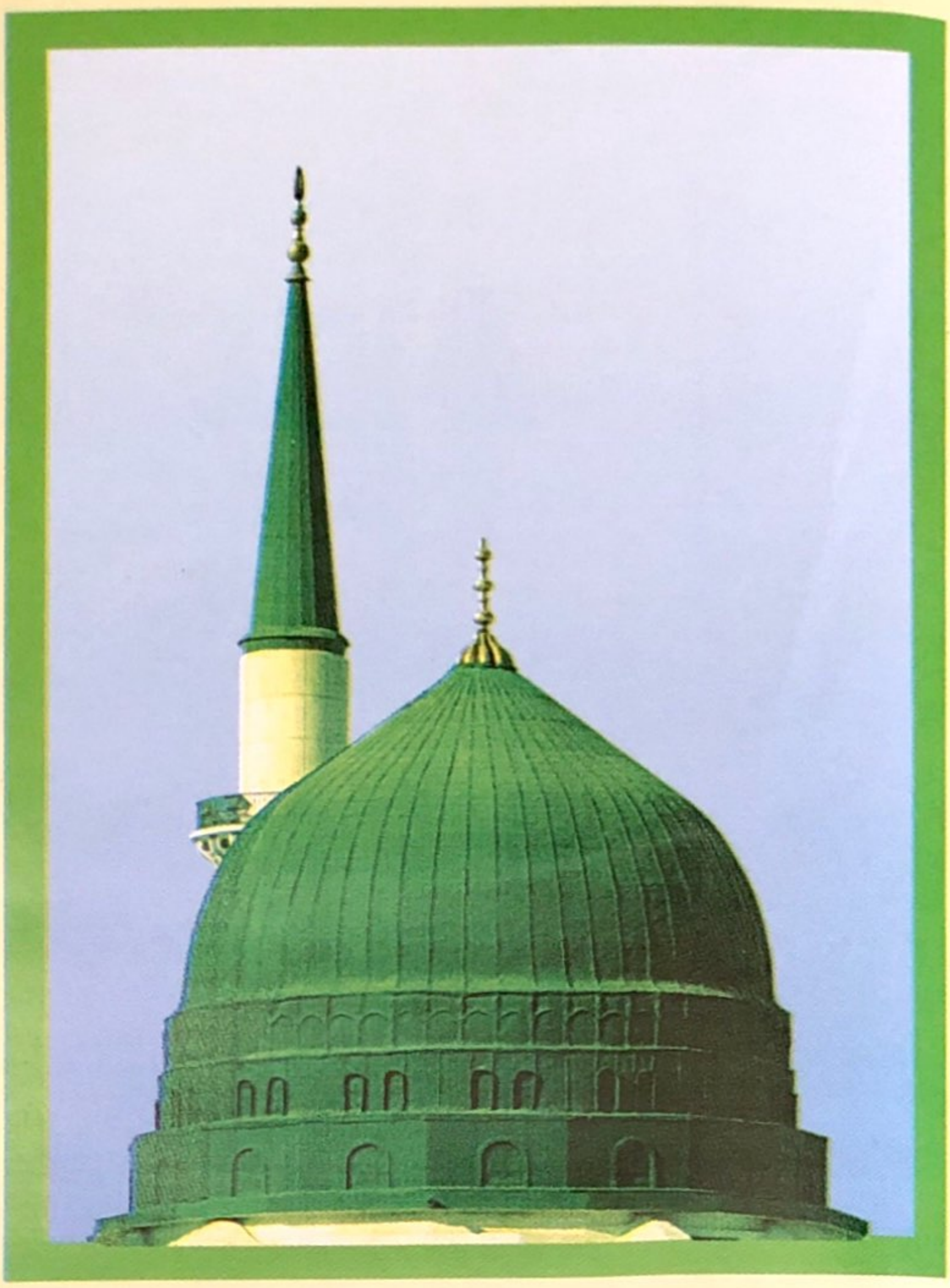

মাসজিদে নববী : মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান, যেখানে দু' প্রিয় সহচরসহ চির নিদ্রায় শায়িত আছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

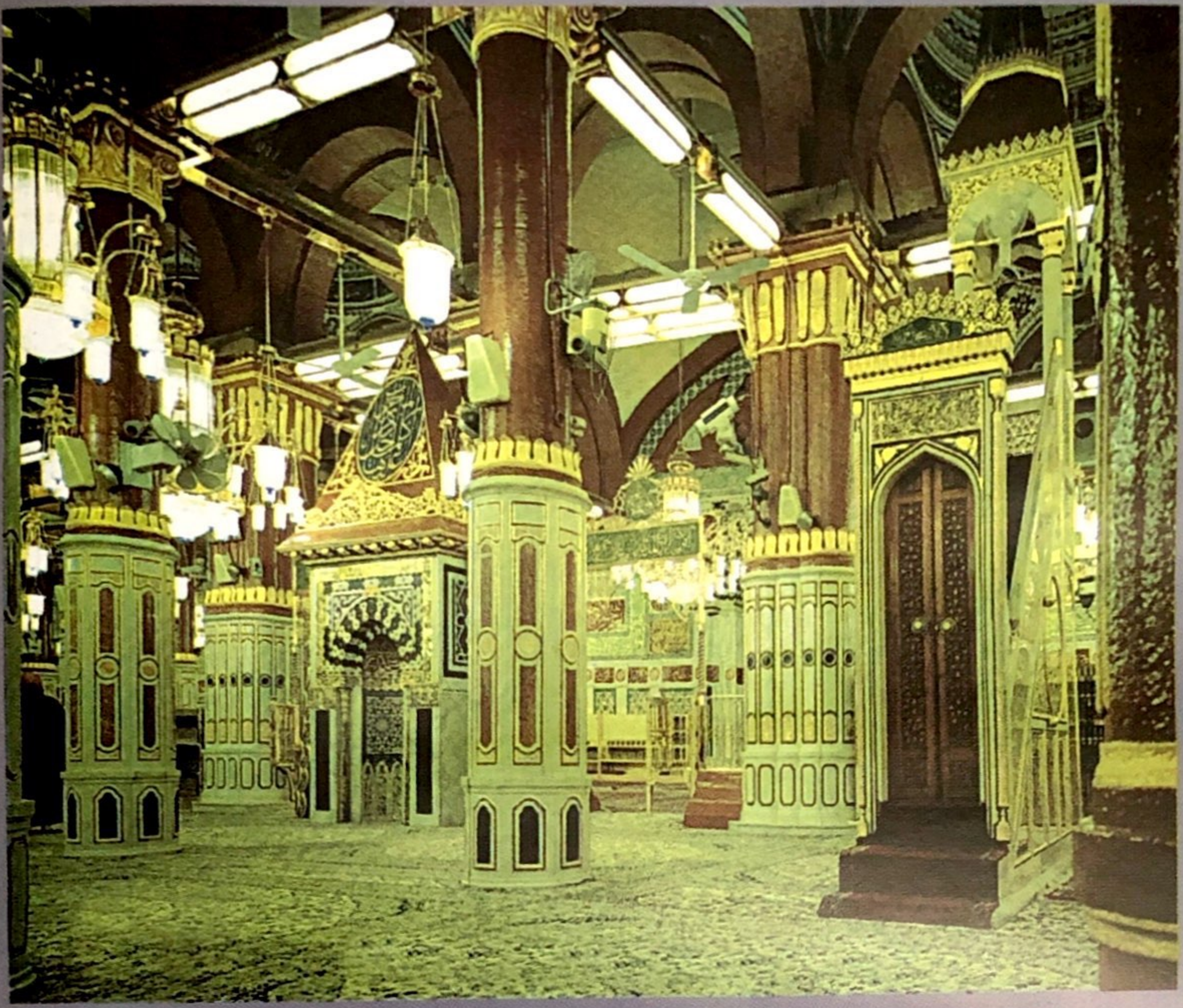

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মিহরাব, মিম্বর ও রওযাতুম মিররিয়াযিল জান্নাহ

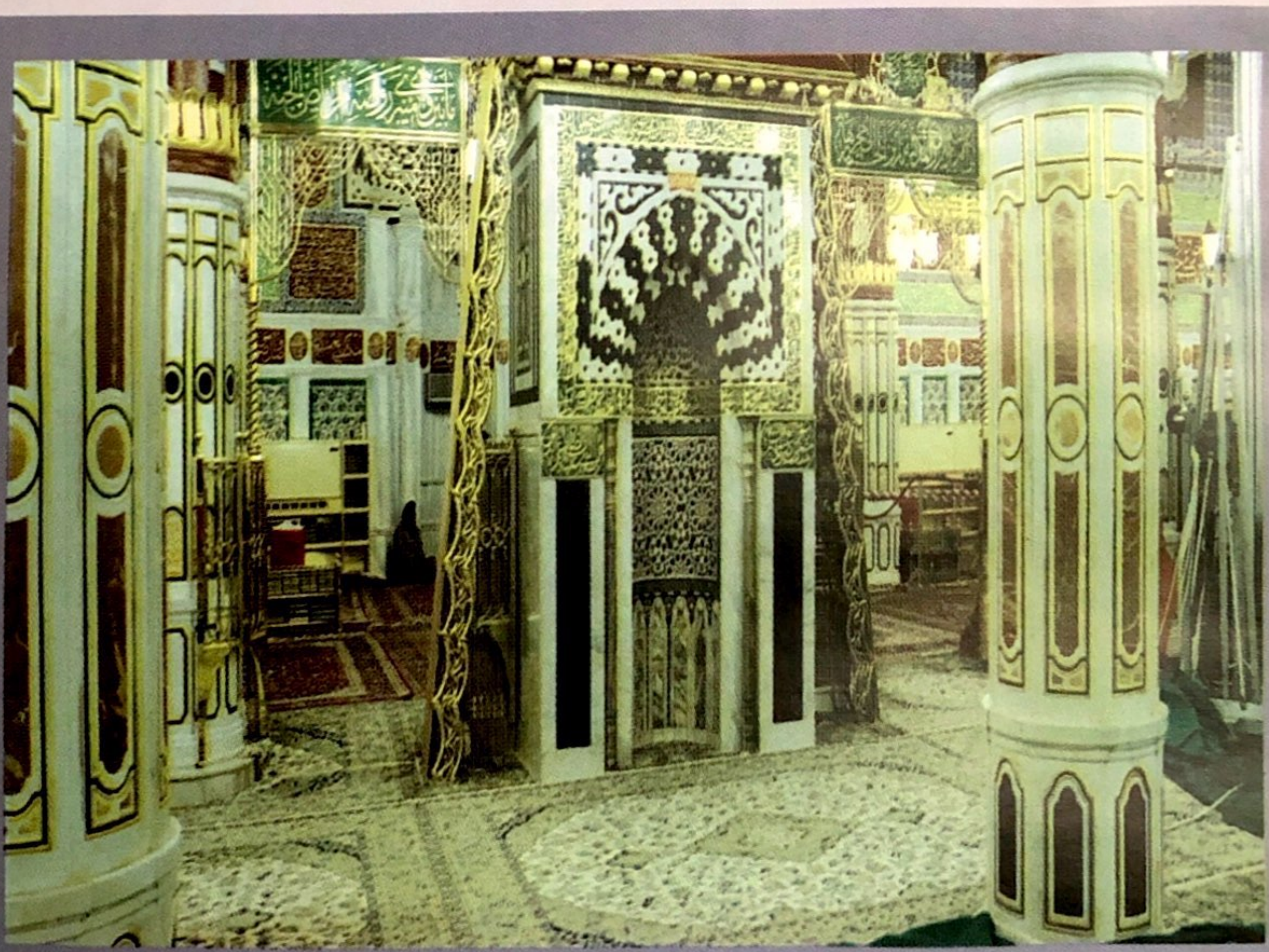

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মিহরাব : যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নামায আদায় করতেন প্রতিনিয়ত

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মিম্বর : যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা প্রদান করতেন প্রতিটি জুমায়

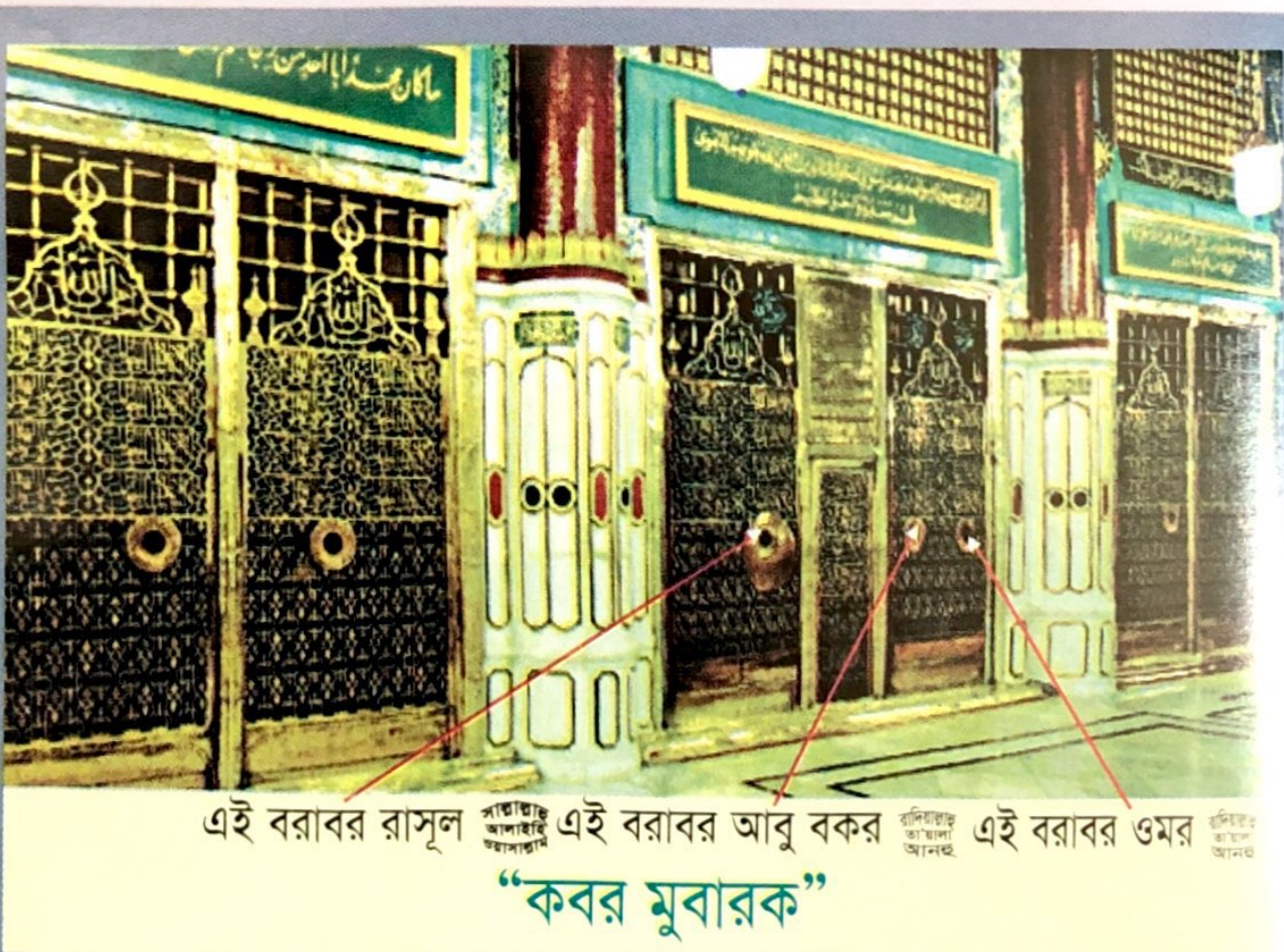
এই বরাবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এই বরাবর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
এই বরাবর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
"কবর মুবারক"

পবিত্র কবর : যেখানে শায়িত আছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রিয় দু' সাহাবী

সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

নিশ্চয় আল্লাহ (উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দু'আ করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।[১]

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ فَجَعَلَهٗ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا وَجَعَلَ فِيْهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَفَجِّرْلَهُمْ يَنَابِيْعُ الرَّحْمَةُ وَالرِضْوَانَ تَفْجِيْرًا اَمَّا بَعْدُ۔

১৯৭৬ সালের মার্চ মাস। ১৩৯৬ হিজরির রবিউল আউয়াল।

করাচীতে প্রথম বিশ্ব মুসলিম সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মক্কার রাবেতায়ে আলমে ইসলামী এ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বিশ্বের সকল লেখকের প্রতি এক অভিনব আহ্বান জানানো হয়। রাবেতার পক্ষ থেকে প্রচারিত এ আহ্বানে বিশ্বের জীবন্ত ভাষাসমূহে রসূলে মকবুল ﷺ-এর জীবনী রচনার কথা বলা হয়। এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের প্রথম পাঁচজনকে পুরস্কার দেয়া হবে বলেও জানানো হয়।

---

[১] সূরা আহযাব ৫৬।

পুরস্কারের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০, ৪০, ৩০, ২০ ও ১০ হাজার সৌদি রিয়াল। রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর সরকারি মুখপত্র আখতার আল আলামুল ইসলামী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রতিযোগিতার ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। আমি অবশ্য এ ঘোষণার কথা তখনো জানতে পারিনি।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। বেনারস থেকে গ্রামের বাড়ি মোবারকপুর গেলাম। সেখানে শায়খুল হাদীস মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেবের পুত্র আমার ফুফাত ভাই মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী আমাকে কথাটি জানালেন। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন। নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করি। কিন্তু মাওলানা আবদুর রহমান নাছোড়বান্দা। তিনি বিনয়ের সাথে বার বার বলছিলেন যে, প্রতিযোগিতায় আপনি পুরস্কার পাবেন এজন্য নয়, বরং আমি চাই যে, এ ওছিলায় একটা ভালো কাজ হয়ে যাক। ফুফাত ভাইয়ের বার বার অনুরোধের পরও আমি চুপ করে থাকলাম। মনে মনে ভাবছিলাম যে, প্রতিযোগিতায় আমি অংশগ্রহণ করব না।

কয়েকদিন পর জমিয়াতে আহলে হাদীস হিন্দ-এর পাক্ষিক মুখপত্রেও এ খবর প্রকাশ করা হয়। এ খবর প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে জামেয়া সালাফিয়ার সর্বস্তরের ছাত্রদের এক বিরাট অংশ আমাকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাতে শুরু করে। মনে মনে ভাবলাম, এতো কণ্ঠের প্রতিধ্বনি সম্ভবত আল্লাহপাকের ইচ্ছারই প্রতিফলন। তবুও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে মনে মনে আমি প্রায় অটল থাকলাম। কিছুদিন পর অনুরোধ পরামর্শের তাকিদ কমে গেল। তবে কয়েকজন ছাত্র তাদের তাকিদ তখনো অব্যাহত রাখলেন। কেউ কেউ বিষয়ভিত্তিক নানা পরামর্শও দিতে লাগলেন। প্রিয়ভাজন কয়েকজন ছাত্রের অনুনয়-বিনয় এবং তাকিদে কান এক সময় আমার ঝালাপালা হয়ে উঠলো।

কাজ শুরু করলাম; কিন্তু খুবই ধীরগতিতে। কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে এসে গেল রমযানের ছুটি। এদিকে রাবেতার ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, পরবর্তী মুহররমের প্রথম তারিখ হবে পাণ্ডুলিপিটি গ্রহণের শেষ তারিখ। সাড়ে পাঁচ মাস কেটে গেছে। হাতে সময় আছে মাত্র সাড়ে তিন মাস। এ সময়ের মধ্যেই পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ডাকে দিতে হবে, তবেই সময়মতো তা পৌঁছুবে। এদিকে সব কাজ বাকি পড়ে আছে। বিশ্বাস ছিল না যে, এতো কম সময়ে পাণ্ডুলিপি তৈরি, পুনরায় দেখে দেয়া এবং কপি করানোর কাজ শেষ করা যাবে। কিন্তু তাকিদ যারা দিচ্ছিলেন তারা বলছিলেন যে, কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যেন আমি কাজ চালিয়ে যাই। প্রয়োজনে যেন ছুটি নেই। ছুটির সময়কে আমি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। পুরো ছুটি স্বপ্নের মতো কেটে গেল। অনুরোধকারীরা ফিরে এসে দেখলেন যে, পাণ্ডুলিপির দুই-তৃতীয়াংশ তৈরি হয়ে গেছে। রিভাইজ দেয়ার সময় না থাকায় কপি করার জন্য দিয়েদিলাম। অবশিষ্ট অংশের মাল-মসলা যোগানোর কাজে তারা সহযোগিতা করলেন। জামেয়া খোলার পর কর্মব্যস্ততা শুরু হলো। এ কারণে ছুটির সময়ের মতো দ্রুত লেখার কাজ অব্যাহত রাখা সম্ভব হলো না। ঈদুল আযহার সময় দিনরাত লিখছিলাম এবং মুহাররম মাস শুরু হওয়ার বারো-তেরদিন আগেই পাণ্ডুলিপি রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিলাম।

কয়েক মাস পরের কথা। রাবেতার পক্ষ থেকে এক রেজিস্ট্রি চিঠিতে পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তিস্বীকার করা হয় এবং জানানো হয় যে, আমার পাণ্ডুলিপি তাদের শর্তানুযায়ী হওয়ায় প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

দিন কাটতে লাগলো। ইতিমধ্যে দেড় বছর কেটে গেল। রাবেতার কোন সাড়া নেই। দু'টি চিঠি পাঠালাম। কি হচ্ছে জানতে চাইলাম। কিন্তু কোনো জবাব পাওয়া গেলো না। এরপর ডুবে গেলাম নিজের কাজে। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে, সীরাতুন্নবী বিষয়ক একটি প্রতিযোগিতায় আমি অংশ নিয়েছিলাম। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসের ৬, ৭ ও ৮ তারিখে অর্থাৎ ১৩৯৮ হিজরির শাবান মাসে করাচীতে প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ মনোযোগের সাথে পড়ছিলাম। ভাদুহি ষ্টেশনে একদিন ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলাম। ট্রেন একটু লেট করছিল। সেদিনের কাগজ কিনে পড়তে লাগলাম। ছোট একটি খবরে চোখ পড়লো। করাচীতে অনুষ্ঠানরত ইসলামী সম্মেলনের এক অধিবেশনে সীরাতুন্নবী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ী পাঁচজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ভারতীয় প্রতিযোগী রয়েছেন। এ খবর পড়ে মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। বেনারসে এসে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম।

১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাই সকালবেলা। আমি ঘুমিয়েছিলাম। গভীর রাত পর্যন্ত জামেয়ার এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়াবলি নির্ধারণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। ফজরের নামায পড়ে পুনরায় বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। হঠাৎ একদল ছাত্র শোরগোল করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করলো। তাদের চোখ-মুখে খুশীর ঝিলিক। তারা আমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছিল। কি ব্যাপার? প্রতিপক্ষ কি বিতর্কে অবতীর্ণ হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে? না সে কথা নয়। তবে কি? সীরাতুন্নবী প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

হে আল্লাহ তা'আলা, তোমার শোকর। কোথায় খবর পেলেন আপনারা? আমি শায়িতাবস্থা থেকে এবার উঠে বসলাম।

মাওলানা ওযায়ের শামস এ খবর নিয়ে এসেছেন। কিছুক্ষণ পর সম্মেলন থেকে আগত মাওলানা শামস নিজেই আমাকে বিস্তারিত খবর শোনালেন।

১৯৭৮ সালের ২৯শে জুলাই, ১৩৯৮ হিজরির ২২শে শাবান তারিখে রাবেতার পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রি একটি চিঠি পেলাম। বিজয়ী হওয়ার খবরের সাথে সাথে ১৩৯৯ হিজরির মুহররম মাসে মক্কায় অনুষ্ঠিত রাবেতার অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। পরে অবশ্য এ অনুষ্ঠান মুহররমের পরিবর্তে রবিউস সানিতে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ওছিলায় আমি প্রথমবার প্রিয় নবীর দেশ হারামাইন শরীফাইন যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করি। ১০ই রবিউস সানি মক্কায় পৌঁছলাম। এরপর অনুষ্ঠানে হাযির হলাম। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রায় সকাল দশটায় তেলাওয়াতে কোরআনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। সউদী আরবের প্রধান বিচারপতি শেখ আবদুল্লাহ ইবনে হোমায়েদ ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে

সউদের পৌত্র মক্কার সহকারী গভর্নর আমীর সউদ ইবনে আবদুল মোহসিন পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রধান অথিতি হিসেবে আগমন করেন। তিনি পরে কিছু বক্তৃতাও দেন। এরপর রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর নায়েবে সেক্রেটারী জেনারেল শেখ আলী আল মোখতার ভাষণ দেন। তিনি কিছুটা বিস্তারিতভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। বিজয়ীদের কিভাবে বাছাই করা হয়েছে সেসব কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, রাবেতার ঘোষণার পর ১১৮২টি পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে। প্রাথমিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিটি ১৮৩টি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করেন। চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য সুনির্বাচিত একটি কমিটির ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল শেখ। কমিটির সদস্যরা ছিলেন জেদ্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত বিভাগের শিক্ষক সীরাতুন্নবী ও ইসলামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। তাদের নাম নিম্নরূপ, ডক্টর ইবরাহীম আলী সউত, ডক্টর আবদুর রহমান ফাহমি মুহাম্মাদ, ডক্টর মুহাম্মাদ সাঈদ সিদ্দিকী, ডক্টর ফিকরি আহমদ ওকায, ডক্টর আহমদ সাইয়েদ দারাজ, ডক্টর ফায়েক বকর সওয়াফ, ডক্টর শাকের মাহমুদ আবদুল মোনয়েম, ডক্টর আবদুল ফাত্তাহ মনসুর।

এ কমিটির বিশেষজ্ঞরা পর্যায়ক্রমিক বাছাইয়ের পর এ ৫টি পাণ্ডুলিপির জন্য পাঁচজনকে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত ঘোষণা করেন। ১. আর রাহীকুল মাখতুম, (আরবী) ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস, ভারত– প্রথম, ২. খাতামুন নবীইঈন (ইংরেজি) ডক্টর মাজেদ আলী খান, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া-দিল্লী, ভারত– দ্বিতীয়, ৩. পয়গাম্বরে আযম ওয়া আখের (উর্দু) ডক্টর নাসির আহমদ নাসের, ভাইস চ্যান্সেলর জামেয়া ইসলামিয়া, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান– তৃতীয়, ৪. মোনতাকাউন নকুল ফী সিরাতে আযামির রাসূল (আরবি) শেখ হামেদ মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ মনসুর লেমুদ জিজাহ, মিসর-চতুর্থ, ৫. সীরাতুন নবীইল হাদীইর রহমত (আরবি) ওস্তাদ আবদুস সালাম হাসেম হাফেজ, মদিনা মোনাওয়ারা সউদী আরব– পঞ্চম।

নায়েবে সেক্রেটারী জেনারেল শেখ আলী আল মোখতার এ বিবরণের পর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর আমাকে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। আমি আমার বক্তব্যে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের জন্য রাবেতাকে কিছু কৌশল ও কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করি। এর ফলাফল কি হবে পরে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করি। রাবেতার পক্ষ থেকে পরামর্শ গ্রহণের আশ্বাস দেয়া হয়। এরপর আমীর সউদ ইবনে আবদুল মোহসেন পর্যায়ক্রমে পাঁচজনকে পুরস্কারের অর্থ ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৭ রবিউস সানি মদিনায় গেলাম। পথে বদর প্রান্তর প্রত্যক্ষ করালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করলাম। কয়েকদিন পর এক সকালে খায়বরে গেলাম। ঐতিহাসিক দুর্গসমূহ ভেতর ও বাইরে থেকে দেখলাম। এদিক সেদিক বেড়িয়ে বিকেলে ফিরে এলাম মদিনায়। দু' সপ্তাহ মদিনায় কাটিয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলাম। তাওয়াফ ও সাঈ করলাম। এক সপ্তাহ মক্কায় কাটালাম। মক্কা ও মদিনায় পরিচিত-অপরিচিত সর্বস্তরের

গুণী-জ্ঞানীদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে ভাব বিনিময় করলাম। স্বপ্নের দেশ সউদী আরবে একমাস অতিবাহিত করে পুনরায় জন্মভূমি ভারতে ফিরে এলাম।

সউদী আরব থেকে ফিরে আসার পর ভারত ও পাকিস্তানের উর্দু ভাষাভাষীদের পক্ষ থেকে অনেকেই গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদের অনুরোধ জানালেন। ইতিমধ্যে কয়েকদিন কেটেও গেছে। নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছিলাম না। অনুরোধকারীদের অনেকের ক্রমাগত অনুরোধে এক সময় কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই অনুবাদে হাত দিলাম। এক সময় আল্লাহর রহমতে অনুবাদের কাজ শেষ হলো।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۔

"পূর্বের ও পরের মীমাংসা আল্লাহরই (হাতে)।"[২]

পরিশেষে এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে উৎসাহ প্রদানকারী সহায়তাকারী বুজুর্গানে দ্বীন, বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরি মনে করি। বিশেষ করে ওস্তাদ মোহতারাম মওলানা আবদুর রহমান রহমানী, শেখ ওযায়ের সাহেব, হাফেজ মুহাম্মদ ইলিয়াসের আন্তরিক সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি। তাদের পরামর্শ ও উৎসাহ যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে সহায়তা করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহপাক এ গ্রন্থ কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নাজাতের ব্যবস্থা করুন।

সফিউর রহমান মোবারকপুরী
১৮ই রমযানুল মোবারক
১৪০৪ হিজরি

---

[২] সূরা রূম, ৪।

নতুন সংস্করণের জন্যে রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা

সুন্নতে নববী হচ্ছে এক জীবন্ত আদর্শ। এর আবেদন থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এ আদর্শের বর্ণনা, এ আদর্শ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা আল্লাহর রাসূলের আবির্ভাবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। প্রিয় নবীর আদর্শ মুসলমানদের জন্যে এক বাস্তব নমুনা ও ঘটনাবহুল কর্মসূচি। এর আলোকে মুসলমানদের কথা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে মানুষের সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধুদের সাথে মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহপাক বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا۔

"নিশ্চয়ই প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যারা আল্লাহপাকের রহমত আশা করে এবং আখিরাত কামনা করে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।" (সূরা আল-আহযাব : ২১)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেছিলেন, পবিত্র কোরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।

কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কাজে আল্লাহপাকের পথের পথিক দুনিয়া থেকে মুক্তি পেতে চায়, তার জন্য আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এ ধরনের মানুষকে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তে, বুঝে-শুনে অবিচল বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর রাসূলের সীরাত অনুসরণ করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে যে, এটাই হচ্ছে পরওয়ারদেগারের সোজা পথ। আমাদের নেতা আমাদের পথপ্রদর্শক আল্লাহর রাসূল জীবনের সকল দিক ও বিভাগে অনুসরণযোগ্য আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর আদর্শের মধ্যেই নেতা, কর্মী, শাসক, শাসিত, পথপ্রদর্শক ও মুজাহিদদের জন্য হেদায়েতের আলো রয়েছে। প্রিয় নবীর আদর্শ মানুষের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বোত্তম আদর্শ।

মুসলমানরা বর্তমানে আল্লাহর রাসূলের পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে মূর্খতা ও অধঃপতনের অতল গভীরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। তাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন সমাবেশে আলোচনা অনুষ্ঠানে সীরাতুন্নবীকে সবকিছুর শীর্ষে রাখতে হবে। বুঝতে হবে যে, এটা শুধু চিন্তার খোরাকই নয় বরং এটাই

হচ্ছে আল্লাহপাকের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ। এ আদর্শের মধ্যেই রয়েছে মানুষের সংশোধন ও কল্যাণের উৎস। কেননা আল্লাহর রাসূলের চরিত্র ও কাজই হচ্ছে আল্লাহপাকের কেতাব কোরআনুল করিমের বাস্তব রূপ। এ আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের যে কোনো বান্দা খাঁটি মোমেন হতে পারে।

আর রাহীকুল মাখতুম নামের এ গ্রন্থ আল্লামা শেখ শফিউর রহমানের পরিশ্রমের চমৎকার ফসল। ১৩৯৬ হিজরিতে তিনি রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সীরাতুন্নবী রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং এ গ্রন্থ প্রথম স্থান অধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রাবেতার সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল শেখ মুহাম্মাদ আলী আল হারাকানের লিখিত ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে।

এ গ্রন্থ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং প্রশংসা-ধন্য হয়েছিল। প্রথম সংস্করণ ১০ হাজার কপি অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রকাশক হাসান হামুবি হেফজুল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণেও ১০ হাজার কপি প্রকাশ করেন।

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে প্রকাশক কিছু কথা লিখে দেয়ার জন্য আমার কাছে আবেদন জানান। এ কারণে আমি সামান্য কিছু কথা লিখেছি। আল্লাহপাক এ লেখাকে তাঁর রহমত লাভের ওছিলা করুন। তিনি এ গ্রন্থের ওছিলায় মুসলমানদের যাবতীয় দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করুন। উম্মতে মুহাম্মাদী পুনরায় বিশ্ব নেতৃত্ব গ্রহণের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক। আল্লাহপাকের এ ঘোষণা বাস্তব রূপ লাভ করুক–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে, সর্বোপরি তোমরা আল্লাহপাকের ওপর ঈমান আনবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

আল্লাহর প্রিয় রাসূলের প্রতি দরুদ ও সালাম।

ডক্টর আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ
সেক্রেটারী জেনারেল

লেখকের পরিচয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ مُحَمَّدٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ۔

রাবেতা আয়োজিত প্রতিযোগিতার শর্তাবলির মধ্যে প্রতিযোগীদের পরিচিতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে বলা হয়েছিল। এ কারণে নিচে আমার সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি তুলে ধরছি।

সফিউর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আকবর ইবনে মুহাম্মাদ আলী ইবনে আবদুল মোমেন ইবনে যাকির উল্লাহ মোবারকপুরী আযমী। জন্ম তারিখ সার্টিফিকেটে ৬ই জুন ১৯৪৩ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রকৃত জন্ম তারিখ ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি। জন্মস্থান আযমগড় জেলায় হোসাইনাবাদের মোবারকপুরে।

কোরআন পাঠ করেছিলাম ১৯৪৮ সালে। মোবারকপুরেই ৬ বছর পড়াশোনা করি। আরবি ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করি। এরপর দু' বছর মোবারকপুর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের মউনাথ ভঞ্জনে লেখাপড়া শিখেছি। ১৯৫৬ সালে ভর্তি হই ফয়েযে আম মাদ্রাসায়। সেখানে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। এ প্রতিষ্ঠানে আরবি ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, ফেকাহ, উছুলে ফেকাহ, তাফসীর হাদীস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি।

১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে আমাকে শিক্ষা সমাপনী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ফযিলত ফিশ শরীয়ত ফযিলত ফিল উলুম বিষয়ক সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা করা এবং ফতোয়া প্রদানের ছাড়পত্র দেয়া হয়।

সকল পরীক্ষায় আমি ভালো ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হই। এলাহাবাদ বোর্ডের পরীক্ষায়ও আমি অংশ নিয়েছিলাম। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৌলভি এবং ১৯৬০ সালে আলেম পরীক্ষা দিয়েছিলাম। উভয় পরীক্ষায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। দীর্ঘকাল পর ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষকতার সাথে সম্পর্কিত ফাযেল আদব পরীক্ষায় এবং ফাযেল দীনিয়াত পরীক্ষায় ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে অংশগ্রহণ করি। উভয় পরীক্ষায়ই প্রথম বিভাগ পেয়েছিলাম।

১৯৬১ সালে ফয়েযে আম মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে এলাহাবাদে পরে নাগপুরে শিক্ষকতা করি। ১৯৬৩ সালে ফয়েযে আম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আমাকে ডেকে পাঠান। সেখানে দু' বছর শিক্ষকতা করি। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমাকে সেখান থেকে বিদায় নিতে হয়। পরের বছর আযমগড়ের জামেয়াতুর রাসাদে এবং ১৯৬৬ সালে মহিলা মাদ্রাসা দারুল হাদীসে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করি। সেখানে কাটিয়েছি তিন বছর। সেখানে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছি। এরপরে ইস্তফা দিয়ে মাদ্রাসা ফয়যুল উলূমে শিক্ষকতা শুরু করি। এ মাদ্রাসা মউনাথ ভঞ্জন থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে

মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শিক্ষকতা ছাড়াও মাদ্রাসার প্রশাসনিক কাজের সাথে নিয়োজিত ছিলাম। দূর-দূরান্তে তাবলীগে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে জন্মস্থান মোবারকপুরে দারুত তালিম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করি। ১৯৭৪ সালে বেনারসের জামেয়া সালাফিয়ায় শিক্ষকতা শুরু করি এবং এখনো এ প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী শিক্ষা দান কাজে নিয়োজিত রয়েছি।

আমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থের তালিকা নিচে উল্লেখ করছি–

(এক) তাযকেরায়ে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (আরবি) ১৯৭২ সাল। এ গ্রন্থের চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। (দুই) তারিখে আলে সউদ (উর্দু) ১৯৭২, এ গ্রন্থের দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। (তিন) ইতহাফুল কেরাম তালিকু বুলুগিল মারাম লে ইঃ হাজার আসকালানী (আরবি) ১৯৭৪। (চার) কাদিয়ানিয়াত আপন আয়নে মে (উর্দু) ১৯৭৬। (পাঁচ) ফেতনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মওলানা ছানাউল্লাহ অমতসরী (উর্দু) ১৯৭৭। (ছয়) আর রাহীকুল মাখতূম, (আরবি)। (সাত) ইনকারে হাদীস হক ইয়া বাতেল (উর্দু) ১৯৭৭। (আট) রজমে হক ও বাতেল, (উর্দু) ১৯৭৮। (নয়) আবরাজুল হক ওয়াস সওয়াব ফি মাসআলাতে ছফুর আল হেজাব (আরবি) ১৯৭৮। (দশ) তাতাউরুস শুয়ুব আদ দীনিয়াত ফিল হিন্দ ওয়া মাজালূত দাওয়াতুল ইসলামিয়া ফিহা (আরবি) ১৯৭৯। (এগারো) আল ফেরকাতুন নাজিয়া আল ফেরাকুল ইসলামিয়াতুল উখরা (আরবি) ১৯৮৮। (বারো) ইসলাম আওর আদমে তাশাহুদ (উর্দু) ১৯৮৪, ইংরেজি ও হিন্দীতেও প্রকাশিত হয়েছে। (তেরো) আহলে তাছাউফ ফি কারছতানিয়া (উর্দু) ১৯৮৬। (চৌদ্দ) আল আহযাবুছ সিয়াসিয়া ফিল ইসলাম (আরবি) ১৯৮৬। বেনারসের মাসিক মোহাদ্দেস পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করছি।

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ وَازِمَّةُ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا بِيَدِهِ۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْهُ مِنَّا بِقَبُوْلِ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهُ نَبَاتًا حَسَنًا۔

যাঁরা
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
জীবন থেকে শিক্ষা
গ্রহণ করতে চান,
তাদের জন্য.......

নতুন সংস্করণ প্রকাশে
লেখকের ভূমিকা

১৩৯৬ হিজরি সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সীরাত সম্মেলনে রাবেতা আলামে ইসলামী সীরাত বিষয়ে রচনার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল লেখকদের মধ্যে চিন্তা-চেতনার ঐক্য এবং তাদের সাধনার সুবিন্যস্তকরণ। আমার মতে এটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কেননা গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সীরাতুন্নবী এবং ওসওয়ায়ে 'মুহাম্মাদী'ই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে মুসলিম জাহানের জীবন এবং মানব সমাজের সৌভাগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আল্লাহর প্রিয় রাসূল ﷺ-এর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম।

এ মোবারক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছিল আমার জন্য এক বিরাট সৌভাগ্য। কিন্তু সাইয়েদুল আউয়ালিন ওয়াল আখেরিনের সুমহান জীবনের প্রতি আলোকপাত করার মতো শক্তি কি আমার ছিল? প্রকৃতপক্ষে আমি আল্লাহপাকের প্রিয় হাবিবের পুণ্যের কিছু অংশ লাভ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেন? কারণ, আমি চেয়েছিলাম যে, অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে নবী ﷺ-এর একজন উম্মত হিসেবে তাঁর উজ্জ্বল সুন্দর রাজপথের পথিক হয়ে জীবনযাপন করতে। এরপর একদিন সে পথের পথিক হয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো। পরলোকের জীবনে আল্লাহর রাসূলের শাফায়াতের বরকতে আল্লাহপাক আমার গুনাহসমূহ মার্জনা করবেন।

এ গ্রন্থের রচনাশৈলী সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। গ্রন্থ রচনার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ করব না যাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, আবার খুব সংক্ষিপ্তও করব না বরং মাঝামাঝি সাইজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। কিন্তু সীরাতুন্নবীর ওপর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে দেখা গেল যে, সবদিক সামনে রেখে পর্যালোচনা করে যা নির্ভুল মনে হবে সেটাই উল্লেখ করব। বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণ, তথ্য দলিলের উল্লেখ থেকে বিরত থাকব। যদি সব উল্লেখ করি তবে গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। সেসব ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দেবে যে, আমার পর্যালোচনামূলক বক্তব্য যথেষ্ট নয়, পাঠক বিস্মিত হবেন বা যেসব ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণকারীদের বক্তব্য আমার বিবেচনায় সঠিক নয় সেসব ক্ষেত্রে শুধু যুক্তি-প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত দেব। কার্যত তাই করছি। হে আল্লাহপাক, তুমি আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নির্ধারণ করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়। তুমি আরশে আযিমের মালিক, তুমি সুমহান তুমি সর্বশক্তিমান।

সফিউর রহমান মোবারকপুরী
২৪ শে রজব, ১৩৯৬ হিজরি
২৩ শে জুলাই, ১৯৭৬ সাল

বাংলা ভাষায় বইটির অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্পর্কে

আল হামদুলিল্লাহ,

এক সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে আমরা মহানবীর বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত জীবনী গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতূম বাংলা ভাষাভাষি মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম।

আর রাহীকুল মাখতূম কোরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার ব্যবহৃত একটি বাক্যাংশ, যার অর্থ ছিপি আঁটা উত্তম পানীয়। সূরা আল মোতাফ্ফেফীন-এ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাহদের পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে এ পানীয় সরবরাহের ওয়াদা করেছেন। প্রিয়জনদের জন্য এ পানীয় শুধু ছিপি আঁটা বোতলেই তিনি ভরে রাখেননি– পাত্রজাত করার সময় এতে কস্তুরীর সুগন্ধিও তিনি মেখে রেখেছেন।

কোরআনে বর্ণিত আর রাহীকুল মাখতূম মোমীনদের জন্যে সত্যিই এক শ্রেষ্ঠ পাওনা, যাদের জন্যে এ মহা আয়োজন তাদের সর্দারের জীবনী গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতূম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ভিন্ন স্বাদের সীরাত গ্রন্থ। এমন একটি গ্রন্থ রচনা করে সীরাতের মহান পণ্ডিত আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী একটি অসামান্য কাজ সম্পাদন করেছেন সন্দেহ নেই, মূলত এর মাধ্যমে তিনি জমিনের রাহীক-এর সাথে আসমানের রাহীক-এর এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়ে গেলেন।

আর রাহীকুল মাখতূম বইটির বিশ্বব্যাপী আবেদন ও অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমি আমার নিজের থেকে আর কিছুই বলতে চাই না, মূল বইয়ের শুরুতে লেখকের মূল্যবান গ্রন্থ পরিচিতি, রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর মতো বিশ্ব মুসলিমের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার দু' দু'জন মহাসচিবের প্রতিবেদনের পর এ বিষয়ে আসলেই আর কিছু বলার থাকে না। মূল পুস্তকের গভীরে যাওয়ার আগে একবার এ পটভূমিকার কথাগুলো পড়ে নিলে সহজেই আপনি একথাটা বুঝতে পারবেন যে, বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি পুস্তকের মধ্যে এ বইটিকে কেন এ বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, কোন্ সে বৈশিষ্ট্য যে কারণে বইটি যুগের সেরা সীরাত গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। সারা দুনিয়ার রাসূল প্রেমিকরা মনে হয় এমন একটি সীরাত গ্রন্থের জন্যে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিল– যাকে এ বিষয়ের ওপর রচিত অতীতের সব ক'টির নির্ভরযোগ্য উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি করা হবে, অপর কথায় যা হবে সীরাত সংক্রান্ত বিশাল পাঠাগারের একটি নির্যাস। সেদিক থেকে বিচার করলে আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপূরীর এ মোবারক উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর বইটিকে প্রথম পুরস্কার প্রদান করার মাধ্যমে এ প্রশংসারই স্বীকৃতি মিলেছে।

বিদগ্ধ গবেষক মূল বইটি রচনা করেছেন আরবি ভাষায়, জানা কথাই সীরাতের ওপর রচিত হাজার হাজার বইয়ের বিশাল মৌলিক উপাদানগুলোও রয়েছে এ আরবি বইতে। মূল আরবি গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় যখন এর অনুবাদ বেরিয়েছে তাতে যোগ্য অনুবাদকরা মূল গ্রন্থের ভাষা ও ভাবধারার মান বজায় রাখার যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তা আমি যথার্থই অনুভব করতে পারি, বিশেষ করে এ বইটিতে ব্যবহৃত সাহাবীদের নাম, তাদের গোত্র-কবিলার নাম, নবী

আগমনের আগে-পরে আরবের সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধকলহ ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাথে জড়িত অসংখ্য ব্যক্তি ও স্থানের নামগুলোকে নিজ নিজ ভাষায় লিখতে গিয়ে তারা কি সমস্যায় পড়েছেন, তাও আমি কিঞ্চিত অনুভব করি। এ হাজার হাজার নামের যথার্থ উচ্চারণ সত্যিই একটা দুরূহ ব্যাপার বলে আমার কাছে মনে হয়েছে; তদুপরি আরবি বর্ণমালায় বাংলা উচ্চারণ নিয়ে আমাদের আলেম-ওলামা, ভাষাবিদ ও গবেষকদের মাঝেও নানা এখতিলাফ রয়েছে, একজন যে বানানকে শুদ্ধ বলেন আরেকজন তাকে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ বলে উড়িয়ে দেন। এক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি হিসেবে যে নামের যে উচ্চারণকে আমার কাছে মূল বইয়ের কাছাকাছি মনে হয়েছে আমি তাকেই ব্যবহার করেছি। যথাসম্ভব গোটা বইতে নাম ও জায়গার ব্যাপারে একটা অভিন্ন পদ্ধতি আমি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। তারপরও একথা বলবো না যে, আমি সব ঠিক করে লিখতে পেরেছি। আল্লাহ তা'আলা আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন।

আর রাহীকুল মাখতূম বইটিতে অসংখ্য গ্রন্থের নাম ও তার পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া আছে, সে ব্যাপারেও মনে হয় একটা কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। যেসব পৃষ্ঠার নম্বর এখানে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে আরবি ও উর্দু গ্রন্থের পৃষ্ঠা। এর ভেতরে এমন অনেক বইয়ের তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন যা এখনো বাংলায় অনুবাদ হয়নি, যেগুলোর অনুবাদ হয়েছে সেখানেও এ পৃষ্ঠার নম্বর দিয়ে মূল তথ্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না। যেমন মূল লেখক তার বই-এর বহু জায়গায় সাইয়েদ কুতুব শহীদের বিখ্যাত ফী যিলালিল কোরআন-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন; কিন্তু সেখানে তিনি যে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দিয়েছেন তা শুধু আরবি সংস্করণের বেলায় প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন-এর যে অনুবাদ বেরিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই তার খণ্ড ও পৃষ্ঠার কোনোটাই এর সাথে মিলবে না। এ সমস্যা জেনেও একান্ত আমানতদারীর খাতিরে আমরা মূল লেখকের দেয়া কোনো তথ্য সূত্র পরিবর্তন করিনি।

আপনারা জানেন, বিশ্ববাজারে এ অমূল্য সীরাত গ্রন্থটির আরবি সংস্করণগুলো প্রথম প্রকাশ করেছেন রাবেতায়ে আলামে ইসলামী স্বয়ং নিজে, রাবেতার তদারকিতেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বইটি প্রকাশ করে, পরে অবশ্য নানা প্রতিষ্ঠান নানা ভাষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বইটির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় এ গুরুত্বপূর্ণ বইটি প্রকাশের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ ভাষাভাষী মানুষের সাথে এ মহান পুস্তকটির পরিচয় করানোই ছিলো এখানে আমাদের উদ্দেশ্য। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে মহামানবের জীবনী গ্রন্থ আজ আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তিনি ছিলেন এমন এক কাফিলার সর্দার যারা নিজ নিজ জাতিকে বলেছেন, ওয়া মা আসআলুকুম আলাইহি মিন আজরিন ইন আজরিয়া ইল্লা 'আলা রাব্বিল 'আলামীন- আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্যে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো আমার মালিকের কাছেই রয়েছে। সর্বশেষে এই পুস্তকটি প্রকাশ করতে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে স্ব-স্ব জায়গায় পুরস্কৃত করুন। আমীন।

সম্পাদনা পরিষদ

মুনাজাত

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

“হে আমাদের মালিক, এ বংশের মধ্যে তাদের নিজেদের মাঝ থেকেই তুমি এমন একজন রাসূল পাঠাও, যে তাদের তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের তোমার কেতাব ও তার জ্ঞান শিক্ষা দেবে, তাদের পরিশুদ্ধ করবে (এ দোয়া তুমি কবুল করো, কেননা) তুমি শক্তিশালী ও সর্বজ্ঞানী বিজ্ঞ।”[৩]

---

[৩] সূরা বাকারা : ১২৯।

আঁধারে ঘেরা এ পৃথিবী

EUROPE
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
IRAQ
SAUDI ARABIA
AFRICA
NIGERIA
SUDAN
YEMEN
OMAN
ETHIOPIA
CAMEROON
GABON
CONGO
SOMALIA
KENYA
ANGOLA
ZAMBIA
MADAGASCAR
ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ
وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا۔

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৪]

---

[৪] সূরা আল-আহযাব : ২১।

সোবহে সাদিকের প্রতীক্ষায়

আরবের ভৌগোলিক পরিচয় এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থান

সীরাতে নববী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শেষ পয়গম্বরের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূলুল্লাহ ﷺ মানব জাতির সামনে তা উপস্থাপন করেছিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহপাক মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোয় এবং বান্দাদের বন্দেগী থেকে বের করে আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর পয়গাম তথা পয়গামে রব্বানী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া সীরাতুন্নবীর পরিপূর্ণ চিত্ররূপ তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই মূল বিষয়ের আলোচনা শুরুর আগে ইসলামপূর্ব আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং তাদের জীবনযাপনের অবস্থা বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবকালের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

'আরব' শব্দের আভিধানিক অর্থ সাহারা বা বিশুষ্ক প্রান্তর বা অনুর্বর জমিন। প্রাচীনকাল থেকে এ শব্দটি জাযিরাতুল আরব এবং তার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে।

আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর এবং সায়না উপদ্বীপ, পূর্ব দিকে আরব উপসাগর, দক্ষিণে ইরাকের বিরাট অংশ এবং আরো দক্ষিণে আরব সাগর। এটি প্রকৃতপক্ষে ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ। উত্তরে সিরিয়া এবং উত্তর ইরাকের একাংশ। এর মধ্যে কিছু বিতর্কিত সীমানাও রয়েছে। মোট আয়তন দশ থেকে তেরো লাখ বর্গমাইল।

দ্বীপসদৃশ এ আরব দেশটি প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও বহির্দিক থেকে এটি বহু প্রান্তর এবং মরুভূমিতে ঘেরা। এ কারণেই এ অঞ্চলটি এমন সংরক্ষিত। অন্যরা এ অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব সহজে বিস্তার করতে পারে না। তাই লক্ষ করা গেছে যে, জাযিরাতুল আরবের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই নিজেদের সকল কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। অথচ আরবের এসব অধিবাসীরা ছিল তদানীন্তন বিশ্বের দু'টি বৃহৎ শক্তির প্রতিবেশী। এ প্রাকৃতিক বাধা না থাকলে সেই দু'টি শক্তির হামলা প্রতিহত করার সাধ্য আরবদের কোনদিনই হতো না।

বাইরের দিক থেকে জাযিরাতুল আরব ছিল প্রাচীনকালের সকল মহাদেশের মাঝখানে। স্থলপথ এবং পানিপথ উভয় দিক থেকেই বাইরের বিশ্বের সাথে আরবের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সহজ। জাযিরাতুল আরবের উত্তর-পশ্চিম অংশ হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশ। উত্তর-পূর্ব অংশে ইউরোপের জাতি। পূর্বদিকে ইরান, মধ্য এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের প্রবেশ পথ। এ পথে চীন এবং ভারত পর্যন্ত যাওয়া যায়। এমনিভাবে প্রতিটি মহাদেশই আরব দেশের সাথে সম্পৃক্ত। এসকল মহাদেশগামী জাহাজ আরবের বন্দরে সরাসরি নোঙ্গর করে।

এ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জাযিরাতুল আরবের উত্তর ও পশ্চিম অংশ বিভিন্ন জাতির মিলনকেন্দ্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।

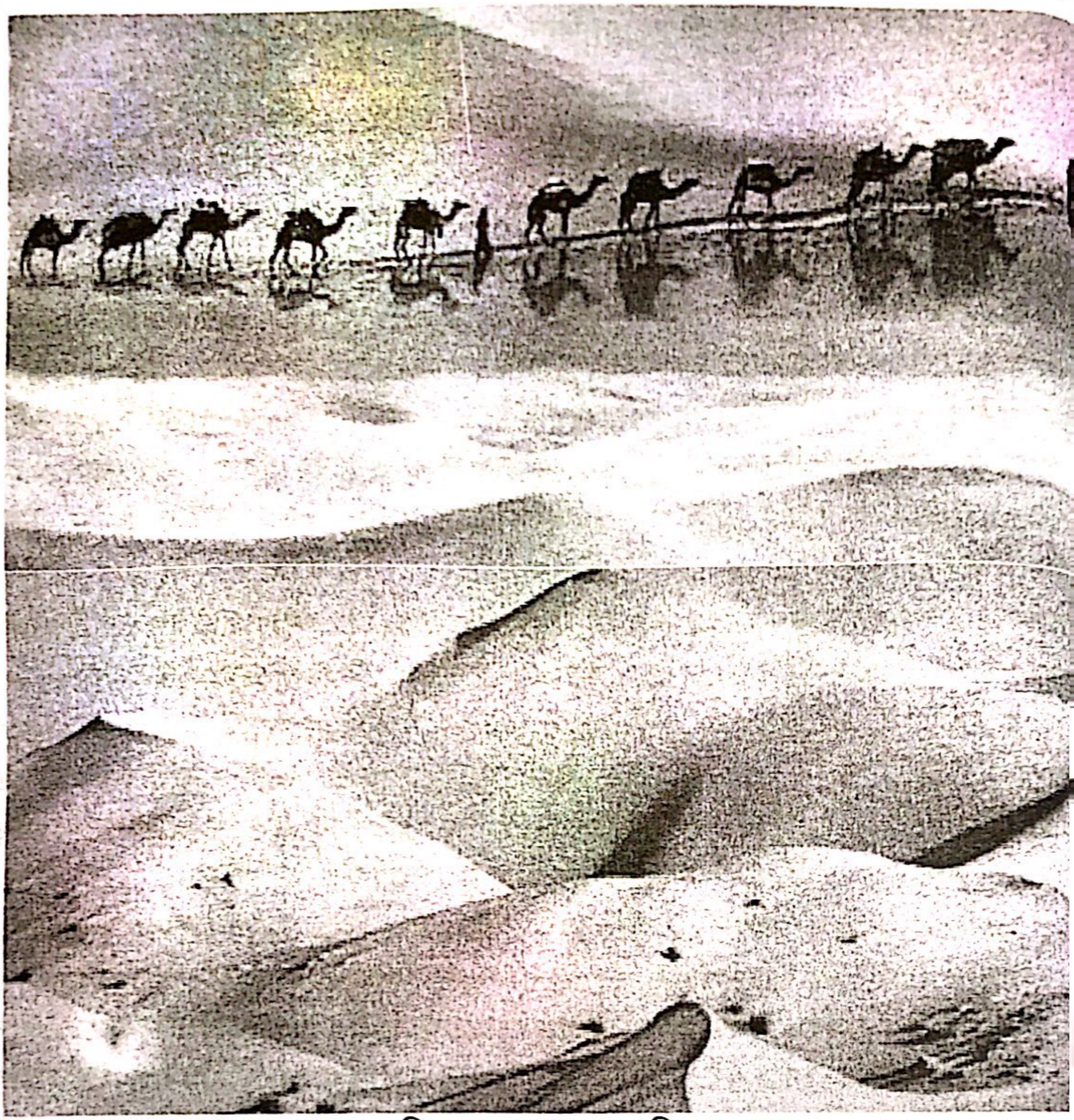

চিত্র : আরবের মরুভূমি

আরব জাতিসমূহ

ঐতিহাসিকরা আরব জাতিসমূহকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

এক. আরব বারেরা : আরব বারেরা বলতে আরবের সেসব প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায়ে কথা বুঝানো হয়েছে যারা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। এসব গোত্র ও সম্প্রদায় সম্প প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য এখন আর জানা যায় না। যেমন আদ, সামুদ, তাছাম, জাদি আমালেকা প্রভৃতি জাতি।

দুই. আরব আবেরা : এ দ্বারা সেসব গোত্রের কথা বোঝানো হয়েছে যারা ছিল ইয়ারু ইবনে ইয়াশজুব ইবনে কাহতানের বংশধর। এদেরকে কাহতানি আরবও বলা হয়।

তিন. আরবে মোস্তারেবা : এরা সেসব গোত্র, যারা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামে বংশধর। এদেরকে আদনানী আরবও বলা হয়।

আরবে আবেরা অর্থাৎ কাহতানি আরবদের প্রকৃত বাসস্থান ছিল ইয়েমেনে। এখানেই এদে পরিবার এবং গোত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা প্রসার লাভ করে। এদের মধ্যে দু'টি গো বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। যথা–

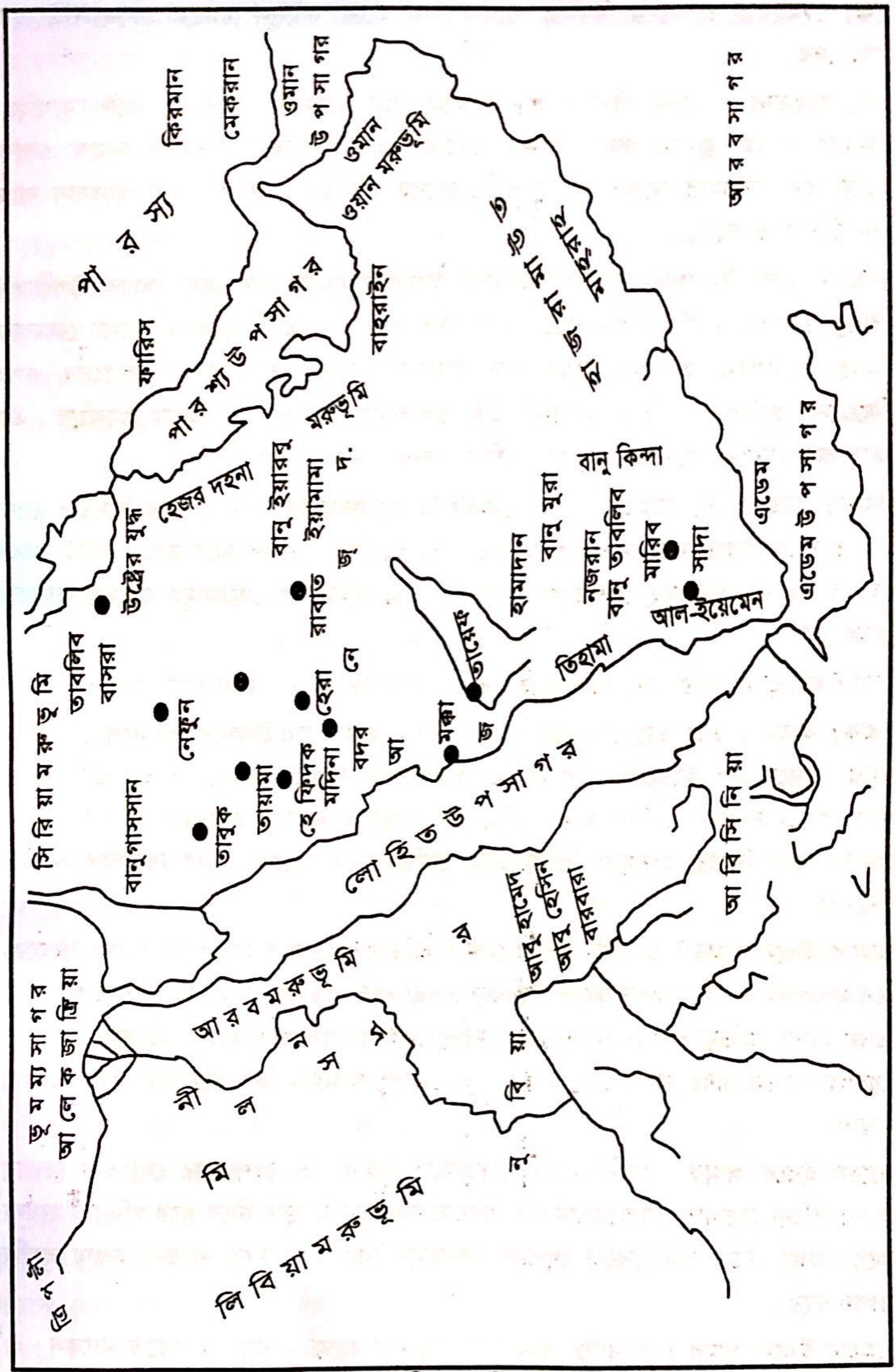
পারস্য
কিরমান
মেকরান
ওমান উপসাগর
ওমান
ওমান মরুভূমি
পারস্য উপসাগর
ফারিস
বাহরাইন
আরব সাগর
এডেন উপসাগর
এডেন
বানু কিন্দা
মরুভূমি
হামাদান
বানু মুরা
নজরান
বানু তাবলিব
মারিব
সানা
আল-ইয়েমেন
তিহামা
তায়েফ
মক্কা
রাবাত
ইয়ামামা
বানু ইয়ারবু
হেজর দহনা
উষ্ট্রের যুদ্ধ
বাসরা
তাবলিব
সিরিয়া মরুভূমি
নেফুদ
হেরা
মদিনা
বদর
তায়মা
তাবুক
বানু গাসসান
লোহিত উপসাগর
আরব মরুভূমি
নীল নদ
মিসর
লিবিয়া মরুভূমি
ভূমধ্যসাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
নুবিয়া
আবু হামেদ
বারবারা
আবিসিনিয়া

চিত্র : পৃথিবীর মানচিত্রে আরব

নবী (স)-এর বংশ

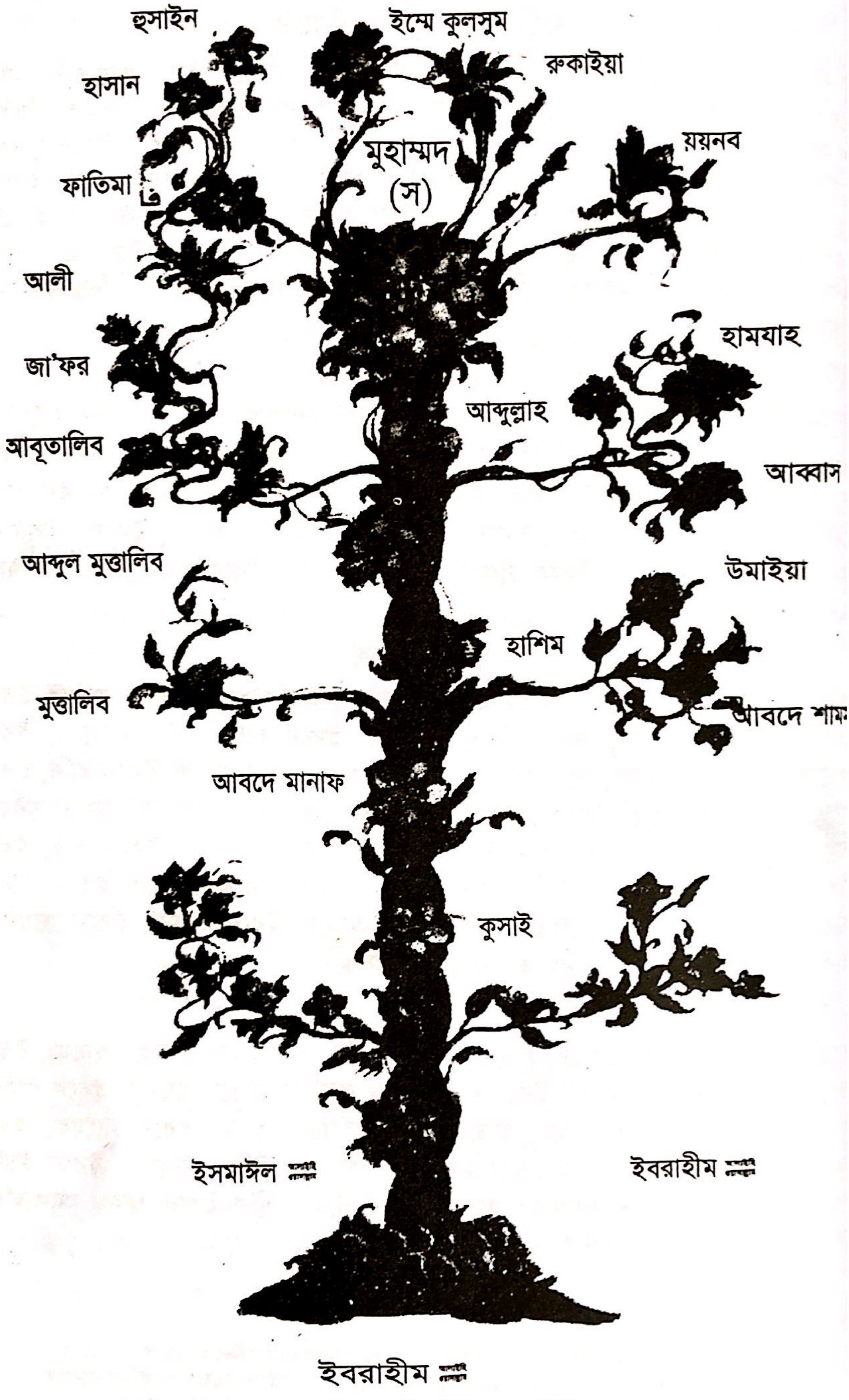
হুসাইন
ইম্মে কুলসুম
রুকাইয়া
হাসান
মুহাম্মদ (স)
য়য়নব
ফাতিমা
আলী
হামযাহ
জা'ফর
আব্দুল্লাহ
আবূতালিব
আব্বাস
আব্দুল মুত্তালিব
উমাইয়া
হাশিম
মুত্তালিব
আবদে শাম
আবদে মানাফ
কুসাই
ইসমাঈল আলাইহিস সালাম
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

চিত্রঃ নবী ﷺ-এর বংশ

বিশ্বনবী ﷺ-এর বংশ পরিচয়

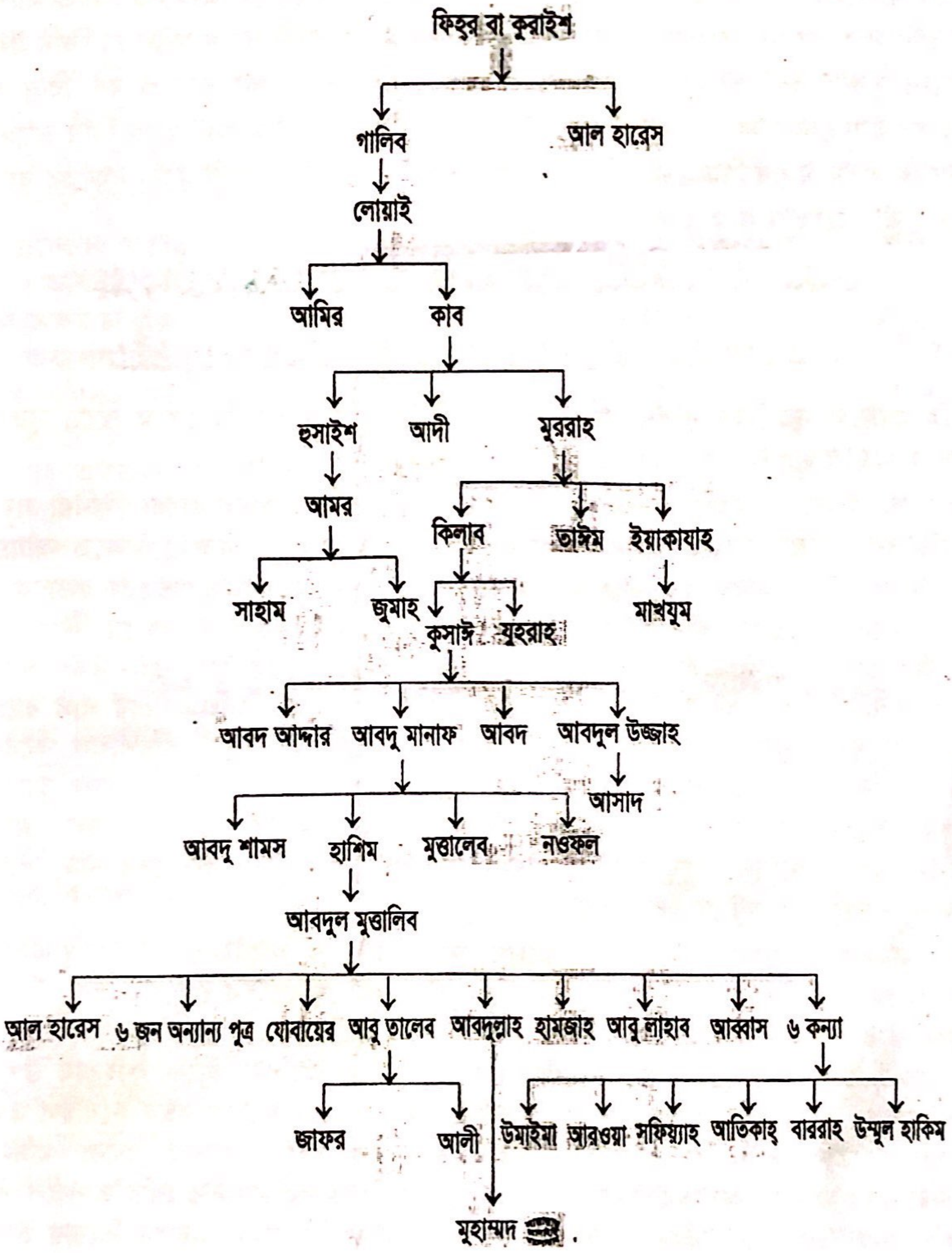
ফিহ্র বা কুরাইশ
গালিব
আল হারেস
লোয়াই
আমির
কাব
হুসাইশ
আদী
মুররাহ
আমর
কিলাব
তাঈম
ইয়াকাযাহ
সাহাম
জুমাহ
কুসাঈ
যুহরাহ
মাখযুম
আবদ আদ্দার
আবদু মানাফ
আবদ
আবদুল উজ্জাহ
আসাদ
আবদু শামস
হাশিম
মুত্তালেব
নওফল
আবদুল মুত্তালিব
আল হারেস
৬ জন অন্যান্য পুত্র
যোবায়ের
আবু তালেব
আবদুল্লাহ
হামজাহ
আবু লাহাব
আব্বাস
৬ কন্যা
জাফর
আলী
উমাইমা
আরওয়া
সফিয়্যাহ
আতিকাহ
বাররাহ
উম্মুল হাকিম
মুহাম্মদ ﷺ

চিত্র : বিশ্বনবী (স)-এর বংশ পরিচয়

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁর পরদাদা হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফের পরিচয়ে হাশেমী বংশোদ্ভূত হিসেবে পরিচিত। কাজেই হাশেম এবং পরবর্তী কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা জরুরি।

মদিনার পথে

মক্কার কোরাইশদের নেতৃত্বে পুরস্কারলোভী লোকদের অনুসন্ধান-তৎপরতা নিষ্ফল প্রমাণিত হলো, ক্রমাগত তিনদিন অনুসন্ধান করে তারা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়ল। তাদের অনুসন্ধান উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এলো। এ অবস্থা লক্ষ করে প্রিয় রাসূল ﷺ এবং আবু বকর ؓ মদিনার পথে রওয়ানা হলেন। বিভিন্ন পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত লাইছির সাথে আগেই চুক্তি হয়েছিল যে, তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ দু'জনকে মদিনায় পৌঁছে দেবেন। কোরাইশদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর থাকলেও এ লোকটি ছিল বিশ্বস্ত। এ কারণে তাকে সওয়ারীও দেয়া হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল যে, তিনদিন পর সে দু'টি সওয়ারীসহ সওর গুহার সামনে যাবে, সোমবার রাতে ১লা রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার রাতে আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত সওয়ারী নিয়ে এলেন আবু বকর ؓ এ সময় তার দু'টি উটনী দেখিয়ে বললেন, হে রাসূল আপনি এ দু'টির মধ্যে একটি গ্রহণ করুন, রাসূল বললেন, হ্যাঁ, তবে মূল্যের বিনিময়ে।

এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর ؓ উটের ওপর বিছানোর বিছানা নিয়ে এলেন; কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আসমা উটের পিঠে বিছানা রাখার পর দেখা গেল বাঁধার দড়ি রেখে এসেছেন। তিনি তখন নিজের কোমরবন্দ খুলে সেটি দুভাগ করে ছিড়ে বিছানা উটের পিঠের সাথে বেঁধে দিলেন। অন্য অংশ নিজের কোমরে বাঁধলেন, এ কারণে তার উপাধি হয়েছিল যাতুন নেতাকাইন।[৩৯১]

এরপর প্রিয় রাসূল ﷺ এবং আবু বকর ؓ রওয়ানা হলেন। আমের ইবনে যোহায়রাও সঙ্গে ছিলেন। রাহবার আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত উপকূলীয় পথে মদিনা রওয়ানা হলেন।

গারে সওর থেকে বেরুবার পর আবদুল্লাহ প্রথমে ইয়েমেনের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বহুদূর অগ্রসর হলেন এরপর পশ্চিমাভিমুখী হয়ে সমুদ্রোপকূল ধরে যাত্রা করলেন। পরে এমন এক পথে চলতে লাগলেন যে পথ সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা কেউ অবহিত ছিল না। সে পথে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এ পথে খুব কম সময়েই লোক চলাচল করত।

আল্লাহর রাসূল এ পথে যেসব স্থান অতিক্রম করেছেন ইবনে ইসহাক তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, পথপ্রদর্শক যখন তাদের নিয়ে বের হলেন, তখন মক্কার নিম্ন ভূমি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করলেন। উপকূল দিয়ে চলার পর আসফানের নিচু এলাকায় বাক ঘুরলেন। সানিয়াতুল মুররা দিয়ে তারপর লকফ হয়ে লকফের বিস্তীর্ণ ভূমি অতিক্রম করলেন। এরপর হেজাজের বিস্তীর্ণ ভূমিতে পৌঁছে এবং সেখান থেকে মুজাহের মোড় দিয়ে শস্যশ্যামল ভূমিতে গমন করেন; তারপর যি কেশরার মাঠে প্রবেশ করে জুদাজাদের দিকে যান এবং সেখান থেকে আজদে পৌঁছেছেন এরপর তাহানের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশ দিয়ে যুযালাম অতিক্রম করেন, সেখান থেকে আবাদি, তারপর ফাজা অভিমুখে রওয়ানা হন। তারপর অবতরণ করেন আজরে, পরে রকাবার ডান পাশ দিয়ে লানিয়াতুল আযেরে গেলেন এবং রিম উপত্যকায় অবতরণ করেন। সবশেষে কোবায় গিয়ে পৌঁছলেন।[৩৯২]

---

[৩৯১] সহীহ বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৩-৫৫৫; ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৬।

[৩৯২] ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯১, ৪৯২।